পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 200 Sunday, 21 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০০ সংখ্যা ❋ ৬ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার, ২১ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সংক্ষিপ্ত খবর

বিধানসভায় নতুন চেয়ারম্যান এর জন্য প্যানেল তৈরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২০ জুন ঃ রাজ্য বিধানসভায় নতুন চেয়ারম্যান এর জন্য অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু প্যানেল তৈরি করেছেন। পাঁচ সদস্যের এই প্যানেলে বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, গোপাল চন্দ্র সাহা, সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়াও সমীর কুমার জানা রয়েছেন। উল্লেখ্য বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকলে অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন এই প্যানেলে সদস্যরা।

মহিলা স্টেট পুলিশ রিজার্ভ ফোর্স তৈরির প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২০ জুন ঃ নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় রাজ্যে আরও দুইটি নতুন মহিলা স্টেট পুলিশ রিজার্ভ ফোর্স ব্যাটেলিয়ান তৈরির প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে। রাজ্য পুলিশের তরফে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লিখিত আকারে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় একটি ব্যাটেলিয়ান তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

বন্ধ হয়ে যাবে সুরুচি সঙ্ঘের পুজো?

কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সঙ্ঘের পুজো। শুধু অরূপ নয়, ভাই স্বরূপ বিশ্বাসও এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে এবার কি আদৌ পুজো হবে? ইতিমধ্যেই জেলে গিয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস। এদিকে, বারবার থানার চক্কর কাটতে হচ্ছে অরূপকে। মেসিকাণ্ডে খাঁড়া ঝুলছে তাঁর ঘাড়ে। সঙ্গে জুড়েছে আরও একটা নতুন ইস্যু। অরূপ-স্বরূপের সুরুচি সঙ্ঘে গেল এলআইসির নোটিস। অভিযোগ, এলআইসির জমি দখল করে প্রত্যেক বছর পুজো হত। অর্থাৎ দুর্গাপুজোতেও বেআইনি? জানা গিয়েছে, স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল এলআইসি। সেই অভিযোগের পরই এলআইসির আইনজীবীর তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছে। বলা ভালো, সুরুচির তিন দিকে নোটিস সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিসে চারটি প্লট খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই চারটি প্লট অর্থাৎ প্রায় ২২ কাঠা জমি। ওই জমিতে বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে প্লট খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্লট খালি না করা হলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও বলা হয়েছে নোটিসে। এদিকে, সুরুচি সঙ্ঘে নোটিস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সুরুচি সঙ্ঘের তিন দিকে নোটিশ দেওয়া দেওয়া হলেও দুই জায়গায় নোটিস ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কে বা কারা নোটিস ছিঁড়েছে, তা জানা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে মোদির বার্তা

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিবর্তনের বাতাস বইছে এবং উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,তারকেশ্বর, ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, পরিচয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তৈরি হলো শনিবার তারকেশ্বরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যের অতীত ইতিহাস, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা এবং বর্তমান উন্নয়ন পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষণে যেমন ছিল ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের উল্লেখ, তেমনি ছিল বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট বার্তা। দিল্লি থেকে হেলিকপ্টার ও সড়কপথে তারকেশ্বর পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। মঞ্চে উঠেই তিনি তারকেশ্বর মন্দিরকে প্রণাম জানিয়ে হর হর মহাদেব ধ্বনির মাধ্যমে ভাষণ শুরু করেন। এরপর তিনি বাংলার সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং জনগণের সঙ্গে নিজের সংযোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিবর্তনের বাতাস বইছে এবং উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে তাঁর ভাষণের সবচেয়ে আলোচিত অংশ ছিল ১৯৪০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দেশভাগ-পূর্ব সময়ের ঘটনাবলি নিয়ে মন্তব্য। তিনি উল্লেখ করেন ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালি দাঙ্গার মতো ঐতিহাসিক অধ্যায়, যেগুলোকে তিনি ভারতের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক সময় হিসেবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, সেই সময় বাংলার হিন্দু সমাজের ওপর সংঘটিত সহিংসতার ইতিহাস যথাযথভাবে স্মরণ করা হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা আড়াল করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও মন্তব্য করেন। বিশেষ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ইতিহাসে শ্যামা প্রসদ মুখার্জি-এর অবদানকে স্মরণ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের সঙ্গে রাজ্যের সংযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো নতুন প্রজন্মের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। তাঁর দাবি, অতীতের অনেক ঘটনা রাজনৈতিক কারণে আড়াল করা হয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ইতিহাসের সম্পূর্ণ চিত্র জানতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিহাসকে বিকৃত নয়, বরং সঠিকভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ভাষণের অন্য অংশে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে রাজ্যে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের কারণে উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়েছে। তাঁর মতে, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকলে উন্নয়ন আরও দ্রুতগতিতে সম্ভব হতো। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, মস্যচাষ এবং অবকাঠামো ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে বাংলা-এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন যে রাজ্য এখন পরিবর্তনের পথে এগোচ্ছে। তাঁর মতে, উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই অগ্রগতি আরও দ্রুত হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় আবেগ, ইতিহাস এবং রাজনীতিকে একত্রিত করে বক্তব্য রাখেন, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সমর্থকরা তাঁর বক্তব্যকে ইতিহাস পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে বিরোধীরা অভিযোগ করছেন, ভাষণে ইতিহাসের কিছু অংশ রাজনৈতিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তা বিতর্ক তৈরি করতে পারে।সব মিলিয়ে তারকেশ্বরের এই পশ্চিমবঙ্গ দিবস অনুষ্ঠান কেবল একটি প্রশাসনিক আয়োজন ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছে ইতিহাস, পরিচয়, রাজনীতি এবং উন্নয়নের আলোচনায় ভরা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মঞ্চ। আগামী দিনে এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া রাজ্য রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়েই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

রাজনৈতিক তরজা তীব্র

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূলকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,তারকেশ্বর, ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ফের তীব্র বিতর্ক তৈরি হলো শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। শনিবার তারকেশ্বরে আয়োজিত এক জনসভা থেকে তিনি একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন, তেমনই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, এই তিনটি রাজনৈতিক শক্তি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৪৭ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে তারকেশ্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার বিষয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর দাবি অনুযায়ী, সেই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলার একাংশ ভারতভুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছিল এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ভারতের অভ্যন্তরে আশ্রয় খুঁজে পায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫৮ জন সদস্য ভারতের পক্ষে অবস্থান নেন, যেখানে ২১ জন সদস্য বিরোধিতা করেছিলেন। এই ভোটাভুটির ফলেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকার পথ সুগম হয় বলে দাবি করেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, এই ইতিহাস দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি।

তার অভিযোগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তৃণমূল সরকার ইতিহাসকে বিকৃত করেছে এবং শ্যামাপ্রসাদের অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, পূর্ববর্তী সরকারগুলি পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়নি, কারণ তারা এই ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্বকে রাজনৈতিকভাবে স্বীকার করতে চায়নি। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই ইতিহাসকে পুনরায় জনসমক্ষে আনা হচ্ছে এবং তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে হিন্দু নিধন প্রসঙ্গ, যা নিয়ে তিনি পূর্বতন সরকারগুলিকে একাধিকবার দায়ী করেন। যদিও এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। সভামঞ্চে শুভেন্দু জানান, আগামী ৬ জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী রাজ্যজুড়ে বিশেষভাবে পালন করা হবে। ওই দিন রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, হুগলির জিরাটে অবস্থিত শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি সরকার অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ এবং লাইব্রেরি তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে বলে দাবি করেন তিনি। এছাড়া কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের একটি ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান, যা রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে বলে তাঁর বক্তব্য। সভায় একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়, যেখানে ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সময়কার ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয় বলে জানানো হয়েছে। সেই তথ্যচিত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সহিংসতার বিষয়ও উল্লেখ করা হয় বলে দাবি করেন আয়োজকেরা। এই সমগ্র বক্তব্যকে কেঃদ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা এই বক্তব্যকে ইতিহাসের একপাক্ষিক ব্যাখ্যা বলে সমালোচনা করতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি শিবির এই বক্তব্যকে ঐতিহাসিক সত্য পুনরুদ্ধার বলে তুলে ধরতে চাইছে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মঞ্চ শুধু ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, বরং রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক লড়াইয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে স্মরণ ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যার এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে আরও তীব্র আকার নিতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

শিব সেনায় 'একটাই দল' দাবি অমিত শাহের

কোলাপুর, ২০ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের তীব্র উত্তেজনা ছড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এক মন্তব্যকে ঘিরে। শনিবার কোলাপুরে এক সরকারি ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি কার্যত ঘোষণা করেন যে, শিব সেনা এখন আর বিভক্ত নয়-এখন আর কোনো শিবির নেই, একটাই শিব সেনা। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে, বিশেষ করে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিব সেনা (ইউবিটি) শিবিরে চলমান বিদ্রোহের আবহে। কোলাপুরের ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য শুরুর আগে অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিসকে ধন্যবাদ জানান। এরপর উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে শিব সেনাকে বোঝাতে গেলে আলাদা করে শিণ্ডে শিবির উল্লেখ করতে হতো, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তাঁর কথায়, আগে শিব সেনা বলতে হলে শিণ্ডে শিবির আলাদা করে বলতে হতো। এখন আর কোনো শিবির নেই। শিব সেনা এখন একটাই। শাহের এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক মহল সরাসরি উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের প্রতি কটাক্ষ হিসেবে দেখছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু একটি মন্তব্য নয়, বরং মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে বিজেপি ও শিণ্ডে শিবিরের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার একটি বার্তা। বর্তমানে শিব সেনার ভাঙন ও পুনর্গঠনের পর রাজনীতিতে দুইটি প্রধান ধারা দেখা যাচ্ছে-একদিকে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিব সেনা (ইউবিটি), অন্যদিকে একনাথ শিণ্ডের নেতৃত্বাধীন শিব সেনা, যেটিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বিজেপি সমর্থিত বলে মনে করা হয়। এই বিভাজনের মধ্যেই নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে যখন উদ্ধব শিবিরের

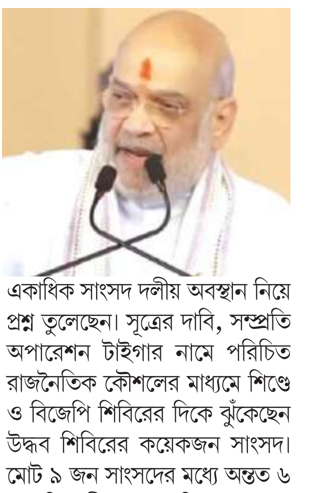

একাধিক সাংসদ দলীয় অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সূত্রের দাবি, সম্প্রতি অপারেশন টাইগার নামে পরিচিত রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে শিণ্ডে ও বিজেপি শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন উদ্ধব শিবিরের কয়েকজন সাংসদ। মোট ৯ জন সাংসদের মধ্যে অন্তত ৬ জন বিদ্রোহী অবস্থান নিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এমনকি গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শিব সেনার সংসদীয় বৈঠকে সকল সাংসদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলেও মাত্র তিনজন সেখানে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন জানা যায়, শিব সেনা (ইউবিটি)-র ছয়জন সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, দল তার মূল আদর্শ থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই তাঁরা দল ছাড়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই উদ্ধব ঠাকরে নিজেও দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুক্রবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি কর্মীরা তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থা না রাখেন, তবে তিনি পদ ছা।তেও প্রস্তুত। তাঁর কথায়, যদি দলের কর্মীরা আমার নেতৃত্বে আস্থা না রাখে, তবে আমি সরে যেতে প্রস্তুত। যোগ্য কেউ দলের দায়িত্ব নিক। উদ্ধব ঠাকরের এই বক্তব্যকে অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে এটিকে আত্মসমালোচনামূলক ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বলেও ব্যাখ্যা করছেন। এই সব ঘটনার মধ্যেই অমিত শাহের কোলাপুরের বক্তব্য রাজনৈতিক বার্তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর একটাই শিব সেনা মন্তব্য কার্যত শিণ্ডে শিবিরকে বৈধতা দেওয়ার ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে, যা মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও একবার বদলে দিতে পারে।

দলে বাড়ছে অস্বস্তি, শৃঙ্খলা ফেরাতে নতুন কমিটি গড়লেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২০ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্রমশ বাড়ছে অস্বস্তি ও সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ। একের পর এক নেতা সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ দল ছাড়ার পথও বেছে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে নতুন উদ্যোগ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক সমস্যার মোকাবিলার লক্ষ্যে নতুন করে একটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে স্থান পেয়েছেন দলের অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, অসীমা পাত্র, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ, মতবিরোধ এবং দায়িত্ব নিয়ে অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন নেতা সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ফলে দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা এখন নেতৃত্বের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

বিধানসভায় যথাযথ মর্যাদায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ বিধানসভায় আজ যথাযথ মর্যাদায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,আজ ঐতিহাসিক ক্ষনে সবাই এখানে সমবেত হয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানে এই ঐতিহাসিক দিন পালন করা হচ্ছে। এই বিধানসভাতেই পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার রেজোলিউশন নেওয়া হয়েছিল। চৌঠা মে-র পরে রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে এই ঐতিহাসিক স্থানে দিনটি পালন করতে পেরে সবাই আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য যারা তাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন সেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য দিনটি পালন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার এই ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য অধ্যক্ষ সবার কাছে আবেদন জানান।

পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন,স্বাধীনতার ৮ দশক পরে রাজ্যে সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো। তাই এই দিনটি ঐতিহাসিক। পশ্চিমবঙ্গ দিবস রাজ্যে সরকারিভাবে পালন করাটা সবার কাছে গর্বের এবং গৌরবের। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আজকের দিনটি সরকারিভাবে পালন করা হচ্ছে। তবে স্বাধীনতার ৮ দশক পর কেন রাজ্যের মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে হলো সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হওয়া উচিত। কোন বাধার কারণে এতদিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা সম্ভব হয়নি তা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

১৯০৫ সালে কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হিন্দু বাঙ্গালীদের নিজস্ব হোম ল্যান্ড দাবি করতে হয়েছিল সে বিষয়টিও চর্চা হওয়া উচিত বলে শ্রী ঘোষ দাবি করেন। অন্যদিকে রাজ্যের অপর মন্ত্রী তাপস রায় পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাংলার আত্মপরিচয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বাংলার গৌরবময় অতীত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পশ্চিমবঙ্গের গঠন ও বিকাশে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যবাসী আজ তাই খুশী বলে বিজেপি মনে করছে।

মহারাষ্ট্রের পরভানিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মন্দিরে

পুনে, ২০ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের পরভানিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা,শওয়ারি মারুতি মন্দিরে নির্মাণাধীন ছাদ ধসে নিহত অন্তত ৫, ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু ভক্ত উদ্ধারকাজে যুদ্ধকালীন তৎপরতামহারাষ্ট্রের পরভানি জেলায় এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শনিবার আচমকাই ভেঙে পড়ল একটি মন্দিরের নির্মীয়মাণ ছাদ, যার নিচে চাপা পড়ে বহু ভক্তের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেলেও সরকারি তরফে এখনও চূড়ান্ত সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।ঘটনাটি ঘটেছে পরভানির যশওয়ারি মারুতি মন্দিরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মন্দির প্রাঙ্গণে সম্প্রসারণের কাজ চলছিল এবং চারপাশে একটি নতুন ছাদ নির্মাণ করা হচ্ছিল। শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় সাধারণ দিনের তুলনায় ভক্তদের ভিড় ছিল অনেক বেশি। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকাই নির্মীয়মাণ সেই ছাদটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে, যার ফলে নিচে থাকা ভক্তদের উপর ভারী ধ্বংসাবশেষ গিয়ে পঙে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা ধুলোর মেঘে ঢেকে যায় এবং চিৎকারে পরিস্থিতি আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে। অনেকেই পালানোর সুযোগ পাননি। অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশজন মানুষ সরাসরি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান বলে প্রাথমিক অনুমান।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান। ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে, পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর জন্য একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়। আহতদের পরভানি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। চিকিৎসক ও উদ্ধারকারী দল সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের দ্রুত বের করে আনা যায়।

তবে ধ্বংসাবশেষের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উদ্ধারকাজে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে প্রশাসনকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নির্মাণ কাজ চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ধরনের ত্রুটি থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও তদন্তের পরই প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত না করা হলেও অসমর্থিত সূত্রের দাবি, অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় ৪০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। উদ্ধারকাজে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও যুক্ত হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং দ্রুত উদ্ধার সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে। এই দুর্ঘটনা ঘিরে স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মন্দিরে নিয়মিত আসা ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ একটি পবিত্র স্থানে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবে-তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।সব মিলিয়ে, পরভানির এই দুর্ঘটনা শুধু একটি নির্মাণ বিপর্যয় নয়, বরং জননিরাপত্তা ও নির্মাণ মানদণ্ড নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যতক্ষণ না ধ্বংসস্তূপ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে তীব্র বিক্ষোভে সামিল হল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং একদল শিক্ষার্থী। শনিবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজি দীপকে, যিনি দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদস্থল যন্তর মন্তরে এদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও সমর্থক জড়ো হন। আন্দোলন ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে দিল্লি পুলিশ ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে বিক্ষোভকারীদের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর অবস্থান তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও আন্দোলনকারীরা নিজেদের অবস্থানে অন। থাকেন।সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ দীপকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, অনিয়ম এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নৈতিক দায় রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।দীপকে বলেন, দেশের ছাত্রছাত্রীরা বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার শিকার হচ্ছে। অথচ শিক্ষামন্ত্রী এখনও তাঁর পদে বহাল রয়েছেন। আইন কি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য? যদি আমাদের আন্দোলনের সময়সীমা থাকতে পারে, তাহলে মন্ত্রীত্বেরও জবাবদিহি থাকা উচিত।বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বহু সমর্থক থালা ও চামচ বাজিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান। তাঁদের বক্তব্য, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠলেও কার্যকর সমাধান দেখা যাচ্ছে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রধানমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন অভিজি দীপকে। সেই চিঠিতে তিনি ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণ, পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, দাবি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর আঃেদালনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। শনিবারের কর্মসূচিকে সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, পরীক্ষার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।এদিকে রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা NEET-UG। গত বছরের বিতর্ক এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর এ বছর পরীক্ষা পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য আধার যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুন ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিন শনিবার। সেই উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে একটি পোস্ট করে রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়াও, ওই পোস্টে রাষ্ট্রপতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় লেখেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। সাহস, সরলতা, বিনয় এবং জনসেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় পূর্ণ তাঁর জীবনযাত্রা দেশজুড়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দেশের সেবায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। ভারতের উন্নয়নে তাঁর অটল নিষ্ঠা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। দেশসেবার কাজে তিনি যেন দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করেন-এই কামনাই করি।

কারা কিভাবে অম্বুবাচী পালন করবেন

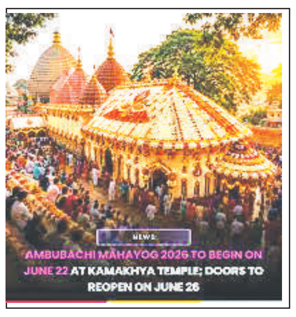

নিজস্ব প্রতিবেদন,২০জুনঃ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অম্বুবাচী। চলতি বছরে অম্বুবাচী শুরু হচ্ছে ২২ জুন (৭ আষাঢ়) রাত্রি ৭.৩৮ মিনিটে। সম্পাতি ২৬ জুন (১১ আষাঢ়) রাত্রি ১০.৫৭ মিনিটে। তবে ভক্তি আর নিয়মের এই অরণ্যে পা রাখার অধিকার কিন্তু সবার নেই। লৌকিক আচারে অম্বুবাচী পালনের ক্ষেত্রে রয়েছে কা৷ বিধিনিষেধ। চাইলেই যে কেউ এই ব্রত পালন করতে পারেন না। সাধারণত বিধবা নারী, তন্ত্রসাধক, ব্রহ্মচারী এবং সাধু-সন্ন্যাসীরাই এই তিথি পালন করে থাকেন। সনাতন ধর্মে সধবা নারীদের জন্য এই ব্রত পালনের নিয়ম নেই। তাঁরা ইচ্ছা করলেও এই আচার থেকে বিরত থাকেন। অম্বুবাচীর তিন দিন মা ধরিত্রীকে 'অশুচি' বলে গণ্য করা হয়। তাই এই সময়ে উনুনে আগুন জ্বালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। মাটির বুকেই আগুন জ্বলে। তাই ধরিত্রীকে কষ্ট না দিতেই এই প্রাচীন প্রথা। ব্রতকারীরা এই তিন দিন সম্পূর্ণ অন্নহীন থাকেন। আগুনে রান্না করা কোনও খাবার তাঁরা স্পর্শ করেন না। ফলমূল, ভেজানো সাবু আর ফলাহারেই কাটে তাঁদের দিন। নিয়মের কড়াকড়ি রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনেও। এই সময়ে ব্যবহৃত পোশাক বা বিছানার চাদর অন্য কোনও শুদ্ধ বস্ত্রের সঙ্গে ছোঁয়ানো যায় না। শরীরী শুদ্ধির ক্ষেত্রেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। তিন দিন ধরে তেল, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করা বারণ। এই বিশেষ তিন দিন বা৷রি দেবদেবীরাও থাকেন নিভৃতে। ঘরের সমস্ত দেবীর মুখ লাল কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। দেবীর রূপ দর্শন এই সময়ে নিষিদ্ধ। তিন দিন পর, অম্বুবাচীর তিথি কাটলে শুরু হয় শুদ্ধিকরণ। সবার আগে ধুয়ে ফেলা হয় ঘরের জামাকাপড় ও বিছানার চাদর। তারপর ব্রতকারীরা সাবান-শ্যাম্পু মেখে স্নান করে শুদ্ধ হন। শেষে আসে দেবীদের শুচিতার পালা। লাল কাপড় সরিয়ে দেবতাদের স্নান করানো হয়। পরানো হয় নতুন বস্ত্র। সারা ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবেই ভাঙা হয় অম্বুবাচীর ব্রত। প্রকৃতির এই পুনর্জন্মের উৎসব এভাবেই মিলেমিশে রয়েছে সনাতন ভক্তি ও লোকাচারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নিট পরীক্ষা নিয়ে ফের কেন্দ্রকে নিশানা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার এক্স মাধ্যমে করা এক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, নাগপুরের এক পড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে অ্যাডমিট কার্ডে বিদেশের পরীক্ষাকেন্দ্র দেখে মানসিক চাপে পড়ে যায় সে। রাহুলের অভিযোগ, এমন ঘটনা দেশের পরীক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাকেই সামনে এনে দিয়েছে। তিনি লেখেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ' ছিনিমিনি'খেলা' বন্ধ করে আরও দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক পরীক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা। এ দিকে, এনটিএ-র দাবি, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই বিভ্রাট ঘটেছে।উল্লেখ্য, প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডের পরে রবিবার ফের নিট ইউজি পরীক্ষা হতে চলেছে। তবে তার আগেই ফের চাঞ্চল্য ছড়াল নাগপুরের এক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড ঘিরে। পড়ুয়ার অভিযোগ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) তরফে প্রকাশিত অ্যাডমিট কার্ডে নাগপুরের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ মহম্মদ তালিবের পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিকে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার পরেই বিষয়টি নজরে আসে পরিবারের। অথচ আব্দুল্লাহর পাসপোর্টই নেই, ফলে বিদেশে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সমাজমাধ্যমে অ্যাডমিট কার্ডের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি এনটিএ-র নজরে আসে। সংস্থার দাবি, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরেই এই বিভ্রাট। শীঘ্রই সংশোধিত অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এনটিএ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যথাযথ যাচাইয়ের পর আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই প্রার্থীকে নাগপুরে একটি কেন্দ্র বরাদ্দ করা হবে।

ওড়িশার অর্থনীতি শক্তিশালী হলে ভারত মজবুত হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

ময়ূরভঞ্জ, ২০ জুন ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ও৷শির ময়ূরভঞ্জ জেলার পাহাড়পুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। পাহাড়পুর গ্রাম পরিদর্শনের সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সাঁওতালি জহের ও হো জহের (পবিত্র উপাসনা স্থল), দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং পাহাড়পুর স্কুলে প্রার্থনা ও পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশ নেন। ও৷শা সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'বিকাশ রা ধারা, ওড়িশা সারা' কর্মসূচিতে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ময়ূরভঞ্জ জেলারই রাইরংপুরে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিও। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে আমাদের সামনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রয়েছে। ২০৩৬ সালে ওড়িশা গঠনের ১০০ বছর পূর্ণ হবে এবং ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। অর্থাৎ, ওড়িশা এবং দেশের লক্ষ্য একই দিকে। ওড়িশার অর্থনীতি শক্তিশালী হলে ভারতও শক্তিশালী হবে। ওড়িশার সম্ভাবনার উপর আমার বিশ্বাস আছে। একসঙ্গে আমাদের ওড়িশাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে হবে। আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করছি। এই শিশুদের পড়াশোনার জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত। আর এ কারণেই সারা দেশে প্রায় ৫০০টি ' মডেল স্কুল' চালু করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, আমাদের সরকার ওড়িশার সম্পদকে ওড়িশার সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করছে। ও৷শায় বিপুল বিনিয়োগ আসছে এবং এখানে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে এই লক্ষ্যেই ' উৎকর্ষ ওড়িশা'-র মতো কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এর আওতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। পাশাপাশি, ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অসংখ্য মেগা প্রকল্পের কাজও চলছে।

বাগনানে আহত বিজেপি কর্মীদের দেখলে হাসপাতালে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ জুন ঃসম্প্রতি হাওড়ার বাগনানে এক বিজেপি সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেংদ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে আহত পাঁচজন কলকাতার এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসাধীন পাঁচ জনের মধ্যে তিনজন এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে শনিবার সকালে হাসপাতালে যান রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।পাশাপাশি ট্রমা কেয়ারে আসা অন্য রোগীর পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী। রোগী ভর্তির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। সকলে ঠিক মতো শয্যা পাচ্ছেন কি না তারও খোঁজ নেন তিনি। পরে ইন্দ্রনীল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ট্রমা কেয়ারে এসে তিনজন রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং অন্য রোগীদের ভর্তি, পরিষেবার বিষয়েও খোঁজ নিলাম। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন এসএসকেএমের অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্ত দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবেঃঅমিত শাহ

কোলহাপুর, ২০ জুনঃ সমস্ত দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে, শনিবার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর থেকে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়েছেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস যখনই লেখা হবে, তখন এই ১২টি বছর ভারতের উন্নয়নমূলক সাফল্য, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, একটি নিরাপদ ভারত গঠন এবং বিশ্বজুড়ে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে।তিনি আরও বলেন, এই ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে গঙ্গাসাগর-অর্থাৎ সারা দেশজুড়ে বিজেপি ও এনডিএ-র শাসন বিস্তার করার কাজ হয়েছে। গত নির্বাচনে বাংলার মানুষও বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কেবল বাংলার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশই বন্ধ হবে না, বরং আমরা সারা দেশ থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে বিতা৷তি করব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, আগে আমাদের শিবসেনার শিন্ডে গোষ্ঠীকে (একনাথ) শিন্ডের গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করতে হতো। এখন আর কোনও গোষ্ঠী নেই। এখন কেবল একটিই শিবসেনা রয়েছে।

ব্রেকিং সিস্টেমে ত্রুটি, সাসারামে দীর্ঘক্ষণ থমকে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

সাসারাম, ২০ জুন ঃ ব্রেকিং সিস্টেমে ত্রুটির জন্য বিহারের সাসারামে দীর্ঘক্ষণ থমকে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শনিবার রেল সূত্রের খবর, ব্রেকিং সিস্টেমে আচমকাই যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য গত শুক্রবার রাতে বেনারস-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ডিডিইউ-গয়া রেল সেকশনের শিউ সাগর ও কুমহাউ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে থাকে।ট্রেনের এক যাত্রী বলেন, বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মাঝপথে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমাদের জানানো হয়, ব্রেক সিস্টেমে কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিডিইউ থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটির ব্রেকিং সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এর ফলে চালক বিহারের রোহতাস জেলার শিউ সাগর ও কুমহাউ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝখানে ট্রেনটি থামাতে বাধ্য হন।

যোগ দিবসে কলকাতায় ভোর চারটে থেকে চলবে মেট্রো, ব্লু ও গ্রিন লাইনে বিশেষ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ জুনঃ রবিবার মহানগর কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই দিন সাধারণ রবিবারের মতো সকাল ৯টার পরিবর্তে ভোর ৪টে থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু করার ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, একই দিনে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষা থাকার কারণে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী রবিবার কলকাতার ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনে বিশেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, যাঁরা রবিবার সকালে রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাবেন, তাঁদের সুবিধার্থেই ভোরে মেট্রো চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আগামী রবিবার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ) মোট ২১৪টি মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। এর মধ্যে ১০৭টি আপ এবং ১০৭টি ডাউন পরিষেবা থাকবে। রবিবার ভোর ৪টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ব্লু লাইনে আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ১৫ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো চলাচল করবে। অন্যদিকে, রবিবার গ্রিন লাইনে (সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ এবং হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড) মোট ১৭৩টি মেট্রো ট্রেন চলবে। এর মধ্যে ৮৭টি আপ এবং ৮৬টি ডাউন পরিষেবা থাকবে। ভোর ৪টে থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত গ্রিন লাইনে উভয় দিকে ১৫ মিনিট এবং ১০ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো চালানো হবে। এরপর থেকে রবিবারের স্বাভাবিক সূচি অনুযায়ী পরিষেবা মিলবে।ইয়েলো লাইনেও (নোয়াপাড়া-বারাসাত রুট) ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। যোগ দিবসের দিন এই রুটে মোট ১১২টি মেট্রো ট্রেন চলবে, যার মধ্যে ৫৬টি আপ এবং ৫৬টি ডাউন পরিষেবা থাকবে। সাধারণত অন্য রবিবারে ইয়েলো লাইনে ৭৮টি পরিষেবা চলে।মেট্রো রেল সূত্রের খবর, ভোর থেকে বিশেষ ট্রেন চালানো হলেও ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ে কোনো পরিবর্তন করা হচ্ছে না। অর্থা, অন্তিম বা লাস্ট মেট্রো পরিষেবাগুলি পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়েই চলবে।

দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁস রুখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছেঃডঃ সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ জুনঃরবিবার ফের নেওয়া হবে নিট পরীক্ষা। তার আগে শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁস রুখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। নিট পুনঃপরীক্ষার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এর সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। ধর্মেন্দ্র প্রধান ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আমরা চাই পরীক্ষাটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হোকালোকসভার স্পিকারের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যদি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অন্য কোনও দলে যোগ দেন অথবা আলাদা দল গঠন করেন, তবে দলত্যাগ-বিরোধী আইন কার্যকর হয় না। হিসাব অনুযায়ী, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক সদস্য অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা চাইলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

অভিষেক যদি পার্টির টাকায় চার্টার্ড বিমানে দিল্লি যায়, আমি তার প্রতিবাদ করি

নিজস্ব প্রতিবেদন (দুরন্তবার্তা) কলকাতা, ২০জুনঃ শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গেছেন স্পিকারের সঙ্গে কথা বলতে। জানা যাচ্ছে, তিনি নাকি চার্টাড বিমানে গেছেন। আর তার পরেই দলের অন্দরে শুরু হয়েছে সমালোচনা। তা নিয়েই এবার তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে খোঁচা দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু ঋতব্রত নয়, দলের খরচে চার্টার্ড ফ্লাইটে অভিষেক দিল্লি গেলে, তিনি কোনওমতেই সমর্থন করেন না বলে জানিয়ে দিলেন কুণাল ঘোষও। এদিন দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক। সূত্রের খবর, চার্টার্ড ফ্লাইটেই দিল্লিতে রওনা দেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। এর আগে গত ৬ জুনও চার্টার্ড ফ্লাইটেই দিল্লি গিয়েছিলেন তিনি। তখন প্রশ্ন উঠেছিল। আর এদিন অভিষেক দিল্লি রওনা দেওয়ার পরই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। মমতার হাত ছাড়ার জন্য প্রতিদিন বিক্ষুব্ধ সাংসদ-বিধায়কদের কটাক্ষ করছেন কুণাল। তিনি মমতার সঙ্গে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, দলের অন্দরে 'ভুল' দেখলেই তিনি সরব হবেন। সেই কুণালই এদিন স্পষ্ট করে দিলেন, দলের টাকায় অভিষেক চার্টার্ড ফ্লাইটে গেলে তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর কথায়, যাত্রীবাহী সাধারণ বিমান, চার্টার্ড ফ্লাইট কিংবা বিশেষ বিমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গিয়েছেন কি না আমি বলতে পারব না। এই বিষয়ে কথা বলার কেউ নই। কিন্তু, পার্টির খরচা করে কেউ যদি বিমান ভাড়া করে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি সেটা কোনওমতে সমর্থন করছি না।কুণাল যখন একথা বলছেন, তখন সরাসরি অভিষেককে বিঁধলেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, এটার মধ্যে অবাক হওয়ার কী রয়েছে? উনি তো সাধারণ ফ্লাইটে চড়েন না। আমার তো খেয়াল পড়ছে না, উনি শেষ কবে সাধারণ ফ্লাইটে চড়েছেন। ওনার সঙ্গে চার্টার্ড ফ্লাইটটা সমার্থক।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের আমার বোন ও ভাইদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই দিনটি এমন এক রাজ্যকে উদযাপন করে যা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবসা, সমাজ সংস্কার এবং আরও অনেক বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে তার অবদানের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসকে রূপদান করেছে। বারবার, অগণিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ২০ জুন দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনেই নিশ্চিত করা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অংশ হিসেবেই থাকবে। এর পেছনে ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অমূল্য অবদান। ২০২৬ সালে, আমরা ড. মুখার্জীর ১২৫-তম জন্মজয়ন্তীও পালন করছি। জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি।অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বাংলা ভক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবজাগরণ থেকে শুরু করে দেশ গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহামানবদের এই পবিত্র ভূমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে গৌরবময় ঐতিহ্য ও বৈভব পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে চলেছে। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন রাজ্যের সকল মানুষের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করে তোলেন।

২২ ও ২৩ জুন দিল্লিতে ব্রিকস জাতীয় উপদেষ্টাদের বৈঠক আয়োজনে ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ আগামী ২২ ও ২৩ জুন ব্রিকস দেশগুলির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠকের আয়োজন করবে ভারত। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন। বৈঠকে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিদলের প্রধানরা 'বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান অপ্রচলিত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জসমূহ'-এই বিষয়ের ওপর মতবিনিময় করবেন।তাঁরা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং উদীয়মান নিরাপত্তা হুমকিতে নতুন প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া, তাঁরা সন্ত্রাসবাদ দমন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয়ক ব্রিকস-এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর সাম্প্রতিক কার্যক্রমের ফলাফলও পর্যালোচনা করবেন।

গ্রেফতার জাহাঙ্গীর পত্নী - পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন ওদের শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ফলতা,২০জুনঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানো ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর শেখের স্ত্রী সারিকা বিবিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, জুলপিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। স্বামীকে থানা থেকে জোর করে ছাড়ানোর ষড়যন্ত্র এবং পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল এই সারিকা বিবির বিরুদ্ধে। আগেই তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ফলতায় 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনায় জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বিস্ফোরক-সহ একাধিক ধারায় নতুন করে মামলা রুজু করে ফলতা থানার পুলিশ। তারই ভিত্তিতে আজ জালে সারিকা বিবি।

এফআইএইচ মহিলা নেশন্স কাপঃচিলিকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল অপ্রতিরোধ্য ভারত

অকল্যান্ড, ২০ জুনঃশনিবার অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এফআইএইচ উইমেন্স নেশনস কাপের সেমিফাইনালে চিলিকে ছয় গোলে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে ভারত ফাইনালে পৌঁছেছে। যেখানে চিলি গোল করতে ব্যর্থ হয়।ভারতের হয়ে গোল করেছেন নভনীত কৌর (৬', ১৩'), দীপিকা (১৪', ১৮'), নেহা (৩২') এবং রুতুজা দাদাসো পিসাল (৩৯')। অন্যদিকে, অধিনায়ক সালিমা টেটে তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হয়েছেন। ফাইনালে ভারত যুক্তরাষ্ট্র অথবা স্বাগতিক নিউ জিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ''পশ্চিমবঙ্গ দিবস''পালন

নজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়াঃবর্তমান রাজ্য সরকার তথা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০.৬.২০২৬ তারিখ শনিবার যথাযথ মর্যাদার সাথে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয় । উক্ত সভাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে উদযাপন করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ রা জুন ২০২৬ তারিখে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ শে জুন ২০২৬ তারিখ রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশক মোতাবেক বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ,সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়কে সম্মান জানিয়ে ২০ শে জুন তারিখটি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো মনে হয়।

রাশিফল

মেষঃকর্মক্ষেত্রে আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। তবে আর্থিক লেনদেনে আজ অতিরিক্তঃ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক হতে পারে। শুভ দিন।

বৃষঃসম্পর্কের জন্য সময় দেওয়ারও একটি ভালো সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো বা বন্ধুদের সঙ্গে নতুন কিছু করার চেষ্টা আপনাকে আনঃদ দেবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা অলসতা অনুভব করতে পারেন, তবে তা হালকাভাবে নেবেন না। নিয়মিত ব্যায়াম এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন।

মিথুনঃ আজকের দিনটিতে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনও চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অংশীদারি ব্যবসায় আজ চোখ-কান খোলা রাখুন। পরিবারের বযস্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা আজ বিকাশ লাভ করবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি সাধারণ। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে।

কর্কট রাশি ঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

সিংহঃ আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন করতে পারবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। তবে অতিরিক্ত আবেগের কারণে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। অর্থের ব্যয় হবে

কন্যাঃমানসিক চাপ এড়াতে যোগব্যায়াম ও ধ্যান করুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নত করার জন্য যোগাযোগ বৃদ্ধি করার এটি একটি ভালো সময়। পরিবার বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। প্রেমের ক্ষেত্রে খোলা মন এবং ধৈর্য আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। সংসারে শান্তি।

তুলাঃ আজ আপনার পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ঈর্ষার পাত্র হতে পারেন, তাই নিজের কাজ গোপন রাখুন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করুন।

বৃশ্চিকঃ প্রিয়জনদের সঙ্গে সভাবে কথা বলুন এবং তাদের চিন্তাভাবনা বোঝার চেষ্টা করুন। পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য এটি উপযুক্ত সময়। বিবাহের যোগ হবে

ধনুঃ আজ আপনার আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও সুখবর পেতে পারেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গুরুজনদের পরামর্শ লাভজনক প্রমাণিত হবে। তবে আজ অতিরিক্ত খরচের কারণে পকেটে টান পড়তে পারে। শুভদিন

মকরঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। শুভদিন

কুম্ভঃ ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সঙ্গে কিছু বিশেষ মুহূর্ত কাটানো আনন্দদায়ক হবে। ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে অনুভূতি গুলোকে আরও গভীর করতে পারবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

মীনঃআবেগগত দিক থেকে প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। কোনও পুরনো আলোচনা শেষ করা বা সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। হৃদয়ের কথা শুনুন এবং সরাসরি যোগাযোগ করুন। শুভদিন

আবহাওয়া

অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। রবিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও চলবে বৃষ্টি। শনিবার সকাল থেকেই চড়া রোদ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায়। তবে রোদের দাপট থাকলেও সেই ভাবে গরম অনুভূত হচ্ছে না। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবারেই বৃষ্টির জন্যই বেশ খানিকটা নেমেছে তাপমাত্রা। উধাও হয়েছে অস্বস্তিকর গরম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতাংশ

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

বাসন্তীতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী, ২১ জুন ঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। বাসন্তীতে অস্ত্রভাণ্ডার। এবার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল বাসন্তীতে। গ্রেপ্তার করা হল ২ জন তৃণমূল নেতাকে। ধৃতদের নাম শওকত গায়েন এবং জাফর শেখ। শওকত গাইনের পুকুরের ঘাট থেকে পাওয়া গিয়েছে ১৪টি দূরপাল্লার আগ্নেয়াস্ত্র। এছাড়াও মিলেছে ৯৫ রাউন্ড গুলি। বাসন্তী থানার পুলিশ ও এসটিএফ যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শওকত গায়েনের ছেলে রেজাউল গাইন তৃণমূলের টিকিটের জিতে পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। এই রেজাউল গায়েন স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজা গাজির ঘনিষ্ঠ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। গত কয়েক দিন আগে শেখ শাহজাহানের ডেরায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র। একটি পুকুরের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা ছিল এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র। সেই ঘটনার সূত্র ধরে বাসন্তীর চরাবিদ্যা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়,রমজান শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। রমজান শেখ ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েক দিনে বাসন্তী থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি।শুধু তাই নয়, এই রমজানকে জেরা করে শওকত গাইনের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের হদিশ পায় পুলিশ। পুকুরের ঘাটের তলায় লুকনো ছিল এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি। শুক্র ও শনিবার তল্লাশি চালানো হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে। এনআইএর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া শওকত মোল্লা এবং অন্যদিকে সরবেড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার হওয়া শাহজাহান শেখের সঙ্গে এই রমজানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইতিমধ্যেই কয়েক দিন আগে রমজানের বাড়ি থেকে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে এসটিএফ। এসটিএফ তাঁদের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ছে বাসন্তী থেকে একের পর এক অস্ত্র ভাণ্ডার।

পশ্চিম বঙ্গ দিবস পালিত হাই মাদ্রাসায়

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২১ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আজ ২০ জুন শনিবার উলুবেড়িয়ার রনমহল কোরানিয়া হাই মাদ্রাসাতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন হল। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গ দিবসের উদ্বোধন হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, ছাত্রদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা ,প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়, এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় , প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান এক সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে ।

প্রথম সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের নির্দেশ রাজ্য সরকারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২১ জুন ঃ রাজ্যে পালা বদলের পর এবছরই প্রথম সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার সেই নির্দেশ মেনেই সাড়ম্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করল মালদা জেলাপ্রশাসন। এই উপলক্ষে এদিন জেলাপ্রশাসনের পক্ষ থেকে মালদা শহরের ফোয়াড়া মোড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে এক বর্ণময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, অতিরিক্ত জেলাশাসক পিযুষ সালুঙ্কে, অনিন্দ্য সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ, মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নীলাঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে মাল্যদান' করে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। এরপর বঙ্গভূমির চরণ বন্দনা করে সকলে মিলে দেশভক্তিমূলক গানে সুর মেলান। এরপর পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীদের নিয়ে এক বর্ণময় অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। এবং সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এই দিবস উদযাপনের গুরুত্ব ব্যাখা করেন সর্বসাধারণের কাছে।

ডিম-কাণ্ডে উত্তাল রানাঘাট! পৌরপ্রধানের ইস্তফা ঘোষণার পর ১০ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর মৌন মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ২১ জুন ঃ রানাঘাট পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ঘটে যাওয়া উত্তপ্ত ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার নতুন মোড় নিল পরিস্থিতি। পৌরপ্রধান কোশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন রানাঘাট পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা একটি মৌন মিছিলের আয়োজন করেন। তাঁদের দাবি, শুক্রবারের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক তদন্ত হোক এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ঘটনার সূত্রপাত ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে স্থানীয় কাউন্সিলর পবিত্র ব্রহ্মের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রথমে কাউন্সিলরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। কাউন্সিলরকে না পেয়ে পরে তাঁরা পৌরপ্রধান কোশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজিত জনতার একাংশ ভাঙচুর চালায় এবং অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন পৌরপ্রধান বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে বাইরে আসেন। অভিযোগ, সেই সময় বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে মারে। একটি ডিম সরাসরি তাঁর মুখে গিয়ে লাগে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানাঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই পৌরপ্রধান বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। তিনি আশ্বাস দেন, এলাকায় যে পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে, তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে। সেই কাজ শেষ হলেই জলনিকাশি সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে দাবি করেন তিনি। তবে এই আশ্বাসে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই একই ধরনের প্রতিশ্রুতি শুনে আসছেন তাঁরা। এবার দ্রুত স্থায়ী সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেন বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এদিকে শুক্রবারের ঘটনার পর পৌরপ্রধান কোশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পৌরপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার পরই শনিবার রানাঘাটের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মৌন মিছিল করে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের নামে কোনওভাবেই জনপ্রতিনিধির উপর শারীরিক আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসনের উচিত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাশাপাশি তাঁদের আরও দাবি, কোশল দেব বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পুনরায় পৌরপ্রধানের দায়িত্বে ফিরে আসেন।

জামাই ষষ্ঠীতে 'জামাই' স্বয়ং ধামেশ্বর মহাপ্রভু! ভক্তদের আশীর্বাদ গ্রহণের বিরল প্রথা নবদ্বীপে

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জুন ঃ বাংলার পারিবারিক ঐতিহ্যের অন্যতম উৎসব জামাই ষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইকে বরণ ও আপ্যায়নের প্রথা আজও বাংলার ঘরে ঘরে সমান মর্যাদায় পালিত হয়। তবে এই উৎসবকে ঘিরে নবদ্বীপে রয়েছে এক বিরল ধর্মীয় পরম্পরা। এখানে কোনও মানুষ নন, স্বয়ং শ্রীশ্রী ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই 'জামাই' রূপে পূজিত হন। বছরের একমাত্র এই দিনেই ভক্তরা মহাপ্রভুকে আশীর্বাদ করেন, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক অনন্য ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত। নবদ্বীপের মহাপ্রভুপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে ভোর থেকেই শুরু হয় বিশেষ মঙ্গল আরতি, পূজা ও ধর্মীয় আচার। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি, ফুলের মালা, চন্দন ও সুগন্ধিতে সুসজ্জিত করে মহাপ্রভুকে 'জামাই রাজা' হিসেবে বরণ করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পত্নী ছিলেন শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। সেই সূত্রেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বংশের কাছে ধামেশ্বর মহাপ্রভু 'জামাতা' হিসেবে পূজিত হন। এই বিশ্বাস থেকেই যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে এই অনন্য প্রথা। মন্দিরের সেবাইত রূপ গোস্বামী জানান, সারা বছর ভক্তরা মহাপ্রভুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কিন্তু একমাত্র জামাই ষষ্ঠীর দিনেই ভক্তরা উল্টে মহাপ্রভুকেই আশীর্বাদ করেন। বাড়ির জামাইকে যেমন আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভালোবাসায় আপ্যায়ন করা হয়, তেমনভাবেই সম্পন্ন হয় ধামেশ্বর মহাপ্রভুর সেবা ও পূজা। এই উপলক্ষে মধ্যাহ্নভোগে নিবেদন করা হয় পঞ্চব্যঞ্জন, শাক, শুক্তো, থোড়, মোচা, ডাল, ভাজা, ছানার ধোঁকা, পনিরের ডালনা, পোস্তসহ একাধিক নিরামিষ পদ। এছাড়াও থাকে জ্যৈষ্ঠের আম দিয়ে তৈরি আম-ক্ষীর, নবদ্বীপের বিখ্যাত দই, নানা রকম মিষ্টান্ন এবং ভোজনের শেষে মশলা ও সাজা পান। যেন একেবারে বাঙালি জামাই আদরের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন। এই বিশেষ দিনকে ঘিরে নবদ্বীপের পাশাপাশি কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ভিনরাজ্য থেকেও অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী মন্দিরে সমবেত হন। সারাদিন ধরে চলে পূজা, প্রসাদ বিতরণ, নামসংকীর্তন ও দর্শন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বহুল প্রচলিত একটি শ্লোক; তনমো মহা-বাদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।দ অর্থাৎ, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়েও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন, সেই পরম করুণাময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম। আরও একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্লোক; তবন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।দ অর্থাৎ, গৌড়ভূমিতে সূর্য ও চন্দ্রের মতো একসঙ্গে আবির্ভূত হয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করেছেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁদের যুগল আবির্ভাবেই প্রেম, ভক্তি ও মানবতার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। জামাই ষষ্ঠীর এই বিশেষ আচার তাই শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভক্তি, পারিবারিক সম্পর্ক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে পালিত এই বিরল ঐতিহ্য আজও বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

এলআইসির জমি দখলের অভিযোগে সুরুচি সংঘকে নোটিস, ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে খালি করার নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ কলকাতা নিউ আলিপুরে অবস্থিত ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের (এলআইসি) জমি জবরদখল করে ক্লাব নির্মাণের অভিযোগে এবার সরাসরি নোটিস পেল সুরুচি সংঘ। বিমা সংস্থার পক্ষ থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠানো ওই নোটিসে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমি খালি করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমি খালি না করা হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও সতর্ক করেছে এলআইসি। শনিবার সুরুচি সংঘের ক্লাব ভবনের দেওয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি সামনে আসতেই রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই নিউ আলিপুর এলাকার ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ এবং ৫০১ নম্বর প্লট নিয়ে বিতর্ক চলছিল। অভিযোগ, এই প্লটগুলি এলআইসির মালিকানাধীন হলেও সেখানে বেআইনিভাবে সুরুচি সংঘের ক্লাব ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই তথা ফেডারেশনের প্রাক্তন কর্তা স্বরূপ বিশ্বাসের নামও উঠে এসেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁদের প্রভাব খাটিয়েই বহু বছর ধরে ওই জমি দখল করে রাখা হয়েছিল। এলআইসি অতীতেও একাধিকবার জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই সময় কোনও কার্যকর ফল মেলেনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। নিজেদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আবার সক্রিয় হয় এলআইসি। কয়েকদিন আগে বিমা সংস্থার আধিকারিকরা আলিপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে জমি সংক্রান্ত অভিযোগ জানান। তারই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এবার আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমি খালি না করা হলে আদালতের দ্বারস্থ হবে সংস্থা এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, সুরুচি সংঘ কলকাতার অন্যতম পরিচিত দুর্গাপুজো উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর তাদের থিমভিত্তিক পুজো রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাবটিকে ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। স্বরূপ বিশ্বাস ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্যদিকে, মেসি সফর সংক্রান্ত বিতর্কে একাধিকবার নোটিস পাওয়ার পর সম্প্রতি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। এই আবহে সুরুচি সংঘকে এলআইসির জমি খালি করার নোটিস নতুন করে চাপ বাড়াল বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর। এখন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেয় এবং এলআইসি পরবর্তী সময়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল কাণ্ডে শোভনদেবের বাড়িতে সিআইডি, সহযোগিতা'র বার্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগের তদন্তে এবার তৎপরতা বাড়াল সিআইডি। শনিবার সকালে তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়িতে হাজির হন সিআইডির আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে রেজোলিউশন কপির খোঁজেই এদিন তাঁর বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে থাকার পর প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে ফিরে যান তাঁরা। সূত্রের খবর, সিআইডির ৬ জন আধিকারিক এদিন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছন। তবে এই যাওয়া নিয়ে আলাদা করে কোনও তল্লাশি অভিযান নয়, বরং তদন্তে সহযোগিতা করতেই তাঁদের ডাকা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। শোভনদেব নিজেই তদন্তকারীদের তাঁর বাড়িতে আসার কথা জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি তৃণমূলের রেজোলিউশনের কপি আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। সই জাল কাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল বিধায়কদের রেজোলিউশন কপিতে থাকা সই জাল করা হয়েছে। সেই অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। তদন্তের অংশ হিসেবে এর আগে তৃণমূলের কালীঘাটের কার্যালয়েও পৌঁছেছিলেন তদন্তকারীরা। দলের একাধিক নেতা ও বিধায়ককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষকে মুখোমুখি বসিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। এর আগে ১১ এবং ১৭ তারিখ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিআইডি। শনিবার ফের তাঁর কাছে নথি সংগ্রহের জন্য পৌঁছন তদন্তকারীরা। রেজোলিউশনের কপি জমা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার বার্তা দিয়েছেন। সিআইডি আধিকারিকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শোভনদেব বলেন, তকোর্টে কেস আছে। আমি একটা শব্দও বলব না। তবে ২০০ শতাংশ সহযোগিতা করেছি। আগামিদিনেও করব। এর বেশি কিছু বলার নেই। তবে এ সব যাঁরা করেছেন, বিশেষ ইন্টারেস্ট নিয়ে এসেই করেছেন।দ তবে একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। নাম না করে বিদ্রোহী শিবিরের নেতাদের নিশানা করে তিনি বলেন, তআঁরা স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েছেন, তাঁরাই এগুলো করে দিয়ে গিয়েছেন। আমরা সকলকে বিশ্বাস করে মিটিংয়ে ডেকেছিলাম। এটা কারা করে দিয়ে গিয়েছে? যাঁরা জাল সইটা করে দিয়েই সোজাসুজি চলে গিয়েছেন স্পিকারের কাছে।দ উল্লেখ্য, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের মধ্যেই এই সই জাল কাণ্ড সামনে আসে। দলের একাংশ বিধায়ক বিদ্রোহী অবস্থান নেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। বিদ্রোহী শিবির নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নেমেছে। অন্যদিকে, সই জাল সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালাচ্ছে সিআইডি। এখন তদন্তে রেজোলিউশন কপি, সই এবং সংশ্লিষ্ট নথির সত্যতা যাচাই করাই তদন্তকারীদের অন্যতম লক্ষ্য। আগামী দিনে এই মামলায় আরও জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তের গতি কোন দিকে যায়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

ইছামতীর ধারে বেআইনি হোটেল ভাঙার নোটিস, টাকি পুরসভার পদক্ষেপ নিয়ে উঠল প্রশ্ন; হাই কোর্টে মামলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ টাকি পুরসভা এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিস ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ইছামতী নদীর ধারে তৈরি একটি বেসরকারি হোটেলের বিরুদ্ধে ডেমোলিশন নোটিস জারি করেছে পুরসভা। পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, এত বছর পর হঠাৎ করে পুরপ্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জানা গিয়েছে, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে গত ১৫ মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে স্থানীয় পুর প্রশাসনগুলিকে নিজেদের এলাকার বেআইনি এবং অনুমোদনহীন নির্মাণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের পরই টাকি পুরসভার পক্ষ থেকে ইছামতী নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলকে নোটিস দেওয়া হয়। পুরসভার দাবি, ওই হোটেল ভবনের একটি অংশ অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হয়নি। নির্ধারিত নকশার বাইরে গিয়ে নির্মাণকাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরসভার আধিকারিকরা পরিদর্শন ও নথিপত্র যাচাই করার পর বিষয়টি সামনে আসে বলে জানানো হয়েছে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন, ১৯৯৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল (বিল্ডিং) রুলস, ২০০৭ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। হোটেল কর্তৃপক্ষকে সাত দিনের মধ্যে অননুমোদিত অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্দেশ কার্যকরের পর পুরসভায় রিপোর্ট জমার কথাও বলা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণের বেআইনি অংশ না ভাঙলে পুরসভা নিজস্ব উদ্যোগে সেই কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাঙার খরচ সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হবে বলেও নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নোটিস নিয়েই শুরু হয়েছে আইনি লড়াই। হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরসভার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছে। ফলে এখন আদালতের নির্দেশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে দুই পক্ষ। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, এত বছর ধরে যদি নির্মাণটি বেআইনি হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? যাঁরা একসময় নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন সেই নির্মাণ বেআইনি বলে চিহ্নিত করছেন;এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হলে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে।

নিট ইউজি পুনঃপরীক্ষায় হেলিকপ্টারে উড়িয়ে আনা হল প্রশ্নপত্র!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মধ্যপ্রদেশ, ২১ জুন ঃ নিট স্নাতক স্তরের পুনঃপরীক্ষাকে ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া জেলায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপদে ও নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দিতে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের সাহায্যে তা পরিবহন করা হয়। মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষাকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের প্রেক্ষিতে প্রশাসন এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রশ্নপত্র পরিবহনের পুরো প্রক্রিয়ায় কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়, যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম, ফাঁস বা বিঘ্নের আশঙ্কা না থাকে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুনঃপরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১লা সেপ্টেম্বরের পর রাস্তা ও বাড়ির সামনে ময়লা পড়ে থাকলে জরিমানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ রাস্তায় ও বাড়ির সামনে ময়লা পড়ে থাকলে তিনবার জরিমানা ও নোটিশ দেওয়ার পর জল ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শহরের রাস্তায় যত্রতত্র নোংরা, আবর্জনা ফেলা হলে কড়া শাস্তি পেতে হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারীকে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।এবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই জানান, তিনবার জরিমানা ও নোটিশ দেওয়ার পর সেই বাড়ির জল ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হবে। শনিবার হাওড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিক না ফেলতে। এই নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জুন, জুলাই, আগস্ট মাসব্যাপী এই নিয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে। সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে যেতে হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় ময়লা ফেলা হলে এবং বাড়ির সামনে ময়লা পড়ে থাকলে নোটিশ দেওয়া হবে। জরিমানা করা হবে। তিনবার নোটিশ ও জরিমানা হওয়ার পর সেক্ষেত্রে ওই বাড়ির জল এবং বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হবে। পুরো বাংলা জুড়েই রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেবে। সকলের সহযোগিতা নিয়ে একসাথেই আমরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব। শহরের রাস্তাঘাট সাফাই রাখব।' প্রসঙ্গতঃ শনিবার সকালে হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে আসেন পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। সঙ্গে ছিলেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। এদিন রানীঝিল থেকে বীরাডিঙ্গি পর্যন্ত পচা খালের পলি অপসারণ (ডেসিলটেশন) কাজের সূচনা পর্বে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এলাকায় জল জমার সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এদিন মন্ত্রী উমেশ রাই জানান, গত ১৫ বছর ধরে রানী ঝিল-সহ বড় নালাগুলি প্লাস্টিক ও আবর্জনায় বুজে গেছে। ড্রেনের পাশে অবৈধ গুমটি বসায় জেসিবি দিয়ে পরিষ্কারের সুযোগ নেই। ফলে ম্যানুয়ালি কাজ করতে ২-৩ মাস লাগবে। বালি, ৭, ৮, ৯ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ড জলমগ্ন হওয়ার মূল কারণ এই বুজে যাওয়া নালা। এদিন মন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন অবৈধ দোকানের জন্য লাখ লাখ মানুষকে জলবন্দি রাখা যাবে না। দু'দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় না সরালে মাইকিং করে নোটিশের পর কর্পোরেশন উচ্ছেদ করবে। সেচ দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে বর্ষার আগে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যাতে এবছর কিছুটা হলেও রেহাই মেলে। ইতিমধ্যেই ৪টি ড্রেন পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। উমেশ রাই আরও বলেন, মাত্র একমাস নতুন সরকার গঠন হয়েছে। রানীঝিল থেকে শুরু করে যত ক্যানেল, যত ওপেন ড্রেন সব ভর্তি আছে। ড্রেনের পাশে গুমটি বসিয়ে দিয়েছে। পরিষ্কার করার কোনও সুযোগ নেই। জেসিবি নিয়ে বড় নর্দমা পরিষ্কার করার কোনও জায়গা নেই। আউটলেট লক আছে। আমরা মিটিং করেছি। প্ল্যানিং করেছি। আউটলেট গিয়ে যেখানে বড় নর্দমায় যেখানে মিশেছে সেই জায়গা ময়লায় বুজে গিয়েছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে। পরে কেএমডিএ, সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যৌথ পরিকল্পনা করে এই বর্ষার আগে আমরা দ্রুতগতিতে কাজ করাতে চাই যাতে এই বছর মানুষ কিছুটা সুরাহা পান।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার আর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী রথীন্দ্র বোস, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়, মন্ত্রী ডক্টর শংকর ঘোষ, বিশিষ্ট লেখক মাননীয় শ্রী মোহিত রায় ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ বিধায়কগণ ও আধিকারিকগণ সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। ছবি সুবল সাহা।

ফের শুরু ১০০ দিনের কাজ, জুলাই থেকে হবে ১২৫ দিনের প্রকল্পের সূচনা বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ২১ জুন ঃ দীর্ঘ চার বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে নবদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় পুনরায় শুরু হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ১০০ দিনের কাজ। শুক্রবার, ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত কার্গিল পাড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়। বহুদিন পর প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাজুড়ে খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, ব্লক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ বহু সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় বিধায়ক বলেন, তপশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে কার্গিল পাড়ায় পুনরায় ১০০ দিনের কাজের সূচনা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। দীর্ঘ চার বছর ধরে এই প্রকল্প বন্ধ থাকায় বহু শ্রমজীবী পরিবার কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আজ সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটল।দ তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে জানান, আগামী জুলাই মাস থেকেই এই প্রকল্পকে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে রূপান্তর করা হবে। এর ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের বছরে আরও বেশি কর্মদিবস ও অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, নবদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই ৯টি প্রকল্প সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, খুব দ্রুত নবদ্বীপের বাকি ৮টি পঞ্চায়েতেও এই কর্মসূচি চালু করা। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্তত একটি করে প্রকল্প এবং পরবর্তী পর্যায়ে দুটি করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। আজ যে প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সূচনা হয়েছে, সেটি একটি বৃহৎ খামার পুকুর বা 'ফার্ম পন্ড' খননের কাজ। এই প্রকল্পে মূলত অদক্ষ (আনস্কিল্ড) শ্রমিকদের নিয়োগ করা হবে। প্রশাসনের দাবি, এই ধরনের পুকুর ভবিষ্যতে জল সংরক্ষণ, কৃষিজমিতে সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং মাছ চাষের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হবে। দীর্ঘদিন পর পুনরায় ১০০ দিনের কাজ চালু হওয়ায় এলাকার শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রশাসনের আশা, ধাপে ধাপে সমস্ত পঞ্চায়েতে প্রকল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

ব্যারাকপুর অ্যালায়েন্স জুট মিল আবার চালু হয়ে গেল রাজ্যের অর্জুন সিং-এর উদ্যোগে

দুরন্তবার্তা, মহন্ত দাশগুপ্ত, ব্যারাকপুর, ২১ জুন ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অর্থাৎ ছয় মাস আগেই লিজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্যারাকপুরের অ্যালায়েন্স জুট মিল বন্ধ হয়ে যায়। মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। প্রায় ২০০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ায় কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে নিজের পরিবহন ও শ্রম দপ্তরে বসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং কর্মরত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয় একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং শ্রম কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরা এই আলোচনায় উপস্থিত থেকে ২০০০ জুট কর্মীদের সমস্যার সমাধানে যাতে মিলটি আবার চালু করা যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, মিলটি পুনরায় নতুন করে চালু করা হবে এবং সমস্ত কর্মীদের কর্মে নিয়োজিত করা হবে। রাজ্যের শ্রম এবং পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংহের এই শুভ প্রয়াসে ও প্রচেষ্টায় দুদিন আগেই মিলটি চালু হয়ে যায়। পুনরায় শ্রমজীবী মানুষদের সকল পরিবার আশার আলো দেখতে পায় এবং তার সাথে সাথে সবাই নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। প্রায় দীর্ঘ ছয় মাস পর মিলটি পূনরায় চালু হওয়ার ফলে এবং কয়েক হাজার শ্রমিকের কাজ ফিরে পাবার মধ্য দিয়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে একটা খুশির বার্তা ভেসে এসেছে। মিল চালু করার পক্ষে এই আলোচনায় সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দেন, যেখানে শ্রমিকদের কল্যাণের সাথে শিল্পও উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারে। আগামী দিনে আরো বন্ধ জুট মিল খোলার প্রচেষ্টায় থাকলেন পরিবহন ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং মহাশয়।

রেল গেট খোলা অবস্থায় আপ ও ডাউনে ট্রেন এসে পড়লেও বড় দূর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর, ২১ জুন ঃ অল্পের জন্যে বড়সড় দূর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল রেল যাত্রী সহ সাধারণ মানুষ। শনিবার বেলায় শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার মথুরাপুর রোড স্টেশন ছেড়ে শিয়ালদহ মুখী আপ ট্রেন আপ লাইন দিয়ে গন্তব্য যাচ্ছিল অপর দিকে ডাউন লাইনে শিয়ালদহ থেকে লদীকান্তপুর মুখী ডাউন ট্রেন তার নিজ গন্তবে যাচ্ছিল। আর মথুরাপুর রোড ও জয়নগর মজিলপুর স্টেশনের মাঝে সাউথ বিষ্ণুপুর শ্মশান রেলগেট খোলা ছিলো। আর এই রেলগেটের উপর দিয়ে রায়দীঘি রোডের গাড়ি ও মানুষ চলাচল করছিল তখন। জামাই ষষ্ঠীর দিন ভীড় ছিল রেলগেটের উপর। আর আচমকা দুটো লাইনে দুটো ট্রেন চলে আসে রেলগেট খোলা অবস্থায়।আর সাধারণ মানুষের চিৎকারে দুদিকের ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। তবে কি কারনে রেলগেট খোলা থাকলো ও ট্রেন ঢুকে পড়লো রেল ট্রাকে তার তদন্তে রেল দফতর।

আবারও দিল্লিতে যন্তরমন্তরে আরশোলা জনতা পার্টির আন্দোলন। করোনাকালে প্রধানমন্ত্রীর থালা বাজানোর নির্দেশিকাকে কটাক্ষ করেই এদিনের বিক্ষোভ। বেলা ১ টা থেকে শুরু হয় আরশোলার সদস্যদের বিক্ষোভ আন্দোলন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০০ সংখ্যা, রবিবার , ৬ আষাঢ়, ১৪৩৩

বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষা

বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা। ব্রিটিশের সহিত রাজনীতির পাশাখেলার মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদের পরাজয় ও বাঙালী জাতির আসন্ন মহাবিপর্যয় ও মহামৃত্যু কীরূপে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল, যাহার পরিণামে বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ববিলোপের পরিস্থিতি ঘনীভূত হইতেছিল, স্বীয় সর্বদর্শী দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যদেব অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই উদ্বেগ, আতঙ্ক ও প্রতিকার-চিন্তা-প্রচেষ্টায় তিনি আহার নিদ্রা-বিশ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য শেষ তিনটি বৎসর তিনি বাঙলার প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকের কাছে গিয়া আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন; আপনারা বুঝিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি বাঙালী জাতি ধ্বংসোন্মুখ। এমনি সময় আসছে সামনে, যখন বাঙালী জাতি পাগলের মত ছুটে বেড়াবে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবে না, পোকা মাকড়ের মত পথে ঘাটে পড়ে মরবে। আপনারা আমার পিছনে দাঁড়ান। আমি বাঙালী জাতির রক্ষার একটা চেষ্টা করে যাই। আচার্য্যের কথায় অনেকেই কাণ দেন নাই ; কেহ কেহ এক-আধটু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেও, কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। তথাপি, আচার্য্য উপেক্ষিত, অবমানিত হইয়াও নেতাদের ও ধনী ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ আগষ্ট মাস। আচার্য্যের আদেশে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতিবৎসরের মত সেবারও কলিকাতা বালিগঞ্জে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন-কর্তা ছিলেন স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি, সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। সম্মেলনের পাঁচদিন পূর্ব থেকে আচার্য্যদেবকে বড় বেশী উদ্বিগ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তখন তাঁহার আতঙ্কের ভাবটী সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম যে আসন্ন মহাধ্বংসের বিভীষিকা হইতে বাঙলা ও বাঙালী জাতির রক্ষার আকুল আবেদনে যখন বাঙলার কোনো নেতা বা ধনী সাড়া দিলেন না, তখন তিনি মনে মনে শ্যামাপ্রসাদকেই স্বীয় সঙ্কল্প সাধনের মাধ্যম (medium) নির্বাচন করিলেন। তিনি পর পর পাঁচ দিন শ্যামাপ্রসাদকে আনিবার জন্য সঙ্ঘসন্তানগণকে প্রেরণ করিলেন। পাঁচ দিন পর পর আশীর্ব্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চারের সঙ্কল্প লইয়া তিনি সিদ্ধাসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাসীন রহিলেন। শ্যামাপ্রসাদও পর পর পাঁচদিন সন্ধ্যা সাতটার সময়ে আচার্য্যের চরণে আসিবার কথা দিয়াও অত্যধিক কাজের চাপে আসিতে পারিলেন না। পরিশেষে লজ্জিত হইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন;আমি কথা দিয়া কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন। সম্মেলনের দিন ছাড়া তাঁর দর্শনের সুযোগ আমার ঘটিবে না। এই কথা আচার্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ বিষণ্ণতার সহিত নিরস্ত রহিলেন। জন্মাষ্টমী সম্মেলনের দিন অপরাহ্ণ, পাঁচটার সময়ে আচার্য্যদেব সম্মেলন- মণ্ডপের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে রাসবিহারী এভিনিউয়ের উপর মোটরে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলে এক সাথে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মঞ্চের উপর উঠিয়া আচার্য্যদেব সহসা উৎসুক দর্শকের সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠের মাল্য উঠাইয়া শ্যামাপ্রসাদের গলদেশে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সম্মেলনান্তে আশ্রমে আসিয়া স্বীয় বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলে যখন আমি তাঁর গায়ের জামাটা খুলিয়া দিতেছিলাম, তখন তিনি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন; বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিলাম। আচার্য্যের শ্রীমুখোচ্চারিত এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির যথার্থ মুগ্ধ আমার বোধগম্য হয় নাই। আমি এইটুকু বুঝিলাম যে কুচক্রী মুসলীম লীগ মন্ত্রী মণ্ডলীর ষড়যন্ত্রে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু-সম্প্রদায় নানাভাবে উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হইতেছে ; কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শক।

নলজাত শিশু ‘দুর্গা’

ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯ জুন, ১৯৮১ পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি চিকিৎসক যিনি ভারতে প্রথম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় নলজাত শিশু ‘দুর্গা’র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকৃত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর গবেষণার ফল জানানোর ক্ষেত্রে তিনি সরকারের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হতাশ হয়ে ১৯৮১ সালের ১৯ জুন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। তাঁর জীবন ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তপন সিনহা ‘এক ডক্টর কি মওত’ নামক হিন্দি চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন। ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৫ সালে কলকাতা জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যামন্দির থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ওই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জীর অধীনে প্রজনন শারীরবিদ্যা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে তিনি ইংল্যান্ড যান এবং ১৯৬৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক জন লোরেনের সঙ্গে গবেষণা করে লিউটিনাইজিং হরমোনের পরিমাপ নির্ণয়ের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দ্বিতীয়বার পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৮ সালের ৩ অক্টোবর ডা. মুখোপাধ্যায় ভারতের প্রথম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী হিসেবে এক নলজাত শিশুর জন্ম দিয়ে ইতিহাস স্থাপন করেন। তিনি এই শিশুটির নাম রাখেন ‘দুর্গা’ (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল)। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক স্টেপটো ও রবার্ট জিওফ্রি এডওয়ার্ডস দ্বারা ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে পৃথিবীর প্রথম নলজাত শিশু লুইস জন ব্রাউনের জন্ম দেওয়ার ৬৭ দিন পরে সুভাষের গবেষণার দ্বারা দুর্গার জন্ম হয়। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তাঁর গবেষণার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

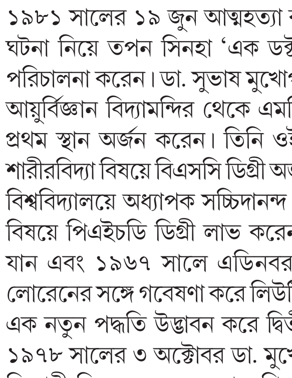

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি অর্জন করতে পারবি। মা জাগতিক শক্তির অধিকারিণী। মা এর মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মাতৃভক্ত। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা কর। মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধন শক্তি রয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগত মাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ কর।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম মহিলা ছাত্রী

ডা ঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য

পূর্ব প্রকাশের পর

থেকে বোঝা যায় ভারতের সর্বত্রই প্রায় একই রকম চিত্র ছিল।
প্রসঙ্গত, উল্লেখ করতে হবে মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক অ্যালান ওয়েবের লেখা Pathologia India(১৮৪৮, লন্ডন) পুস্তকে পাতার পর পাতা জুড়ে বর্ণনা রয়েছে কিভাবে প্রসূতি মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসবকালীন পরিস্থিতি জটিল হলে খোদ মেডিক্যাল কলেজে একের পর এক

Dr. Kadambini Ganguly

মহিলার মৃত্যু হয়। একটি ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজের মিড ওয়াইফারির অধ্যাপক ডঃ স্টুয়ার্ট সখেদে বলছেন, “The second remark I may make– is one of self condemnation for not applying the forceps.” সেসময় একদিকে যেমন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে, এর কিছুদিন পরে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় তৈরি হবে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে নারীমুক্তির প্রশ্নও খানিকটা সামাজিক গুরুত্ব পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে গোঁড়া, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রয়েছে, রয়েছে আয়ুর্বেদের চর্চা, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রকৃত আন্দোলন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে, কুলিন প্রথা সামাজিভাবে গ্রাহ্য হয়ে থাকছে। আবার কলকাতার নীচু বর্গের মানুষের মাঝে জড়িবুটি এবং গার্হস্থ্য চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকছে। সেসময় বেদেনীদের তৈরি ওষুধ কলকাতার রাস্তায়, ঘরে ঘরে ঘুরে বিক্রী চলছে, এই ওষুধ মোর ছুঁতে ছুঁতে, হুড়কো বউ যায় আপনি শুতে, বারো-ফাটকা পুরুষ যারা, আঁচল-ধরা হয়ে উঠে! (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, The Parllour and the Streets– ১৯৯৮, পৃঃ ১০৬)। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেসময়ের সমাজে নারীদের বিশেষ অবস্থান এবং সাহিত্যে এর প্রতিফলন নিয়ে অল্প কথায় বলছেন, “The code of love as found in English romantic novels of the period– marked by a display of male gallantry and heroism– female subservience and the ultimate triumph of fidelity and domestic bliss– was presented in Bankim novels in the framework of the traditional brah minical value system, (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১)

তৎকালীন সামাজিক মানসিকতার আরেকটি পরিচয় ধরা আছে রাজনারায়ণ বসুর সে কাল এ কাল-এ। রাজনারায়ণ লিখছেন , তকোন উদ্ভট কবিতাকার, হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোক দিগের নাম যে শ্লোকে উল্লেখিত আছে, তাহার পরিবর্তে সে কালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মূল শ্লোক ছিল, অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। / পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেনিত্যং মহাপাতকনাশনং।। সে শ্লোক হয়ে গেল , তহেয়ার্কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেন্সতথা। / পঞ্চ গোরাঃ স্মরেনিত্যং মহাপাতকনাশনং।।
এরকম এক ঐতিহাসিক সময়কালে আমাদের আলোচিত এই বীর নারীরা তাঁদের যাপিত জীবনে আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছেন। সময়কে ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন। আগামী সময়ের বৈতালিক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। সমগ্র বাঙ্গালী তথা ভারতীয় সমাজে এবং সামাজিক মানসিকতায় এঁদের কাজ গণ বিতর্কের সূচনা করেছিল। গণবিতর্ক এবং ডিসকোর্সের প্রধান উপাদান হিসেবে ছিল, সামাজিক সংস্কার বনাম রক্ষণশীলতা, ঐতিহ্য বনাম আধুনিক আইন, এবং, সর্বোপরি, নারীবাদের উন্মেষ। ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর “The Difference Deferral of a Colonial Modernity-Public Debates on Domesticity in British Bengal”– “It was thus that the idea of the new woman came to be written into the techniques of the self that nationalism evolved– which looked on the domestic as an inseparable part of the national. The public sphere could not be erected without reconstructing the private.” SSubaltern Studies– VIII– p. ৫৮)।
কাদম্বিনীর কথা ঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মহিলা ছাত্রদের ভর্তি করা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ১৮৭৬ সাল থেকে শুরু হয়। সেসময়ের বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। ১৮৮১-তে প্রধানত ভর্তি হতে উৎসাহী ছাত্রীদের অভিভাবকদের চাপে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় “discussing the question of accepting an inferior admission qualification for lady students.” Centenary Volume– 1935– p.46 এই দলিলের ভাষ্য অনুযায়ী সম্ভবত ১৮৮৪ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি অ্যাডমিশন নেন (বা বলা ভালো অ্যাডমিশনের অধিকার পান)। উল্লেখ করা দরকার যেহেতু অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল না সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহিলাদের ভর্তির ব্যাপারে গররাজি ছিল। কাদম্বিনী এর আগে ১৮৮০ সালে First Arts SFA পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮২-তে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু যুগ্মভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে উত্তীর্ণ হন। মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসেও পুরুষ ছাত্রদের তরফে কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে কাদম্বিনীকে। এবং বিশেষ করে একজন শিক্ষকের (ডঃ আর সি চন্দ্র) নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে কাদম্বিনীর বিরুদ্ধে বিরূপতার কারণে (এর প্রধান কারণ ছিল এই ভদ্রলোক প্রবল নারীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন) মেটেরিয়া মেডিকা এবং কম্প্যারেটিভ অ্যানাটমির পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন মাত্র এক নম্বরের জন্য। ফলে তাঁর পক্ষে এমবি ডিগ্রি অর্জন করা হল না।

কিন্তু সেসময় কলেজের প্রিন্সিপালের বিশেষ ক্ষমতা ছিল পাশ করানোর। সে ক্ষমতার বলে তৎকালীন প্রিন্সিপাল ডঃ জে এম কোটস কাদম্বিনীকে GBMC Graduate of Bengal Medical College ডিগ্রি দেন। ১৮৮৬ সালে আরেক বীর নারী আনন্দবাই যোশীর সাথে (যদিও আনন্দবাই আমেরিকার পেনসিল ভ্যানিয়া মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করেন) প্রথম ভারতীয় নারী হিসেবে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হলেন। সরকারের তরফে মহিলা ছাত্রদের জন্য মাসিক ২০ টাকা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়। স্কলারশিপের “retrospective effect” হিসেবে কাদম্বিনী ১৮৮৩-র জুলাই মাস থেকে তাঁর প্রাপ্য স্কলারশিপের সুবিধে পান (অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, উইমেন সায়ান্টিস্টস ইন ইন্ডিয়াঃ লাইভস, স্ট্রাগলস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট, ২০১৮, পৃঃ ১৪১) এরপরে একক একজন মহিলা হিসেবে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে ১৮৯২ সালে।
এখানে উল্লেখ করা দরকার, কাদম্বিনী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ব্রাহ্মসমাজের একজন সক্রিয় নেতা তথা কর্মী এবং নারীমুক্তির প্রশ্নে সোচ্চার ও সামাজিক/ শ্রমিক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সাথে। তাদের বিবাহের ফসল ৫ জন সন্তান। দ্বারকানাথ বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তানের সংখ্যা ৩ জন। মোট ৮ জন সন্তানকে মানুষ করেছেন কাদম্বিনী। সংসার সামলেছেন, কলকাতায় রীতিমতো প্র্যাকটিস করেছেন, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছেন, এমনকি রাজনৈতিক কাজেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। ২১ শতকেও এর তুলনা মেলা ভার। আমরা এঁদেরকে স্বীকৃতি জানাতে না পারলে, অন্তরের শ্রদ্ধাটুকু নিবেদন করতে না পারলে আমরা মানুষ হিসেবে বামন থেকে বামনতর হয়ে থাকবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তাঁর এক কন্যা জ্যোতির্ময়ী পরে রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং পুত্র প্রভাসচন্দ্র সাংবাদিকতায় যান।
১৮৯৩ সালের ২৩ মার্চ তিনি ইংল্যান্ডে পৌঁছন। ১৩ এপ্রিল, ১৮৯৩-এ তিনি “Triple Diploma” কোর্সের জন্য ফর্ম পূরণ করে জমা দেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এবং মেডিক্যাল কলেজের GBMC ডিগ্রি থাকার জন্য নিতান্ত স্বল্প সময়ে পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করেন।

সাহসী সাংবাদিক বরণ সেনগুপ্ত আজও সকলের কাছে স্মরণীয়

রতন হালদার

বরুণ সেনগুপ্ত (২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৪ - ১৯শে জুন, ২০০৮) একজন ভারতীয় সাংবাদিক এবং বর্তমান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি বর্তমান বাংলা দেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। বরুণ সেনগুপ্ত বরিশালের বি এম স্কুলে পড়াশোনা করেন। বাবা নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত ও মা রানীবালা দেবী। দেশভাগের আগেই সপরিবারে তারা চলে আসেন কলকাতায়। থাকতেন বৈঠকখানা বাজারের কাছে একটি

ভাড়া বাড়িতে। তার প্রাথমিক স্কুলশিক্ষা ওপার বাংলাতেই। পড়তেন বরিশালের বি এম স্কুলে। কলকাতায় এসে ভর্তি হন উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলে। বাবা নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত ছিলেন ওড়িশার ঢেঙ্কানল রাজপরিবারের শিল্পী। তার দাদাও ছিলেন ওখানে। সেই সূত্রেই বরুণ সেনগুপ্ত, তার বড় ভাই অরুণ সেনগুপ্ত ও ছোট ভাই তরুণ সেনগুপ্ত বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন ঢেঙ্কানলে। টাউন স্কুলের পর্ব কাটিয়ে আমহার্স্ট স্টিটের সিটি কলেজ থেকে বি কম পাস করেন বরুণ।
ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি আকর্ষণ করেছিল তাকে। ‘ভাবীকাল’ নামে একটি পত্রিকাও বের করেন তিনি। তবে তা চলেছিল অল্পদিন। ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠন করার সময়ে ছাত্রদের একটি পাক্ষিক কাগজে লেখালিখি করেন। এর পর ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুর কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়ে ১৯৫৭ সাল নাগাদ নিজেই বের করেছেন ‘বর্তমান’ নাম দিয়ে একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সেই কাগজ টিকে ছিল বছর তিনেক। ১৯৫৯-এর শেষ দিকে বরুণবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। সেই তার পেশাদার সাংবাদিক জীবনের সূচনা। সাংবাদিকতাঃ ১৯৬৫ সালে হন আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা। তার আগে কলকাতার কোনও সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদ দাতার পদ ছিল না। রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে তার অসামান্য সব লেখা বাংলার মানুষের মধ্যে যথার্থ আলোড়ন ফেলেছিল। জরুরি অবস্থার সোচ্চার প্রতিবাদ করায় মিসায় আটক হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল বরুণ সেনগুপ্তকে। দীর্ঘ দশ মাস তিনি প্রায় চার জেলে তাকে রাখা হয়। তাকে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া জেলে পাঠানো হয়।
বাংলা সাংবাদিকতাকে নানা অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন বরুণ সেনগুপ্ত। শুধু রাজনৈতিক সংবাদদাতা এবং ভাষ্যকার হিসাবেই নয়, একটি বাংলা দৈনিকের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও উত্তরকাল তাকে মনে রাখবে। বাংলা সাংবাদিকতায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ে, গোড়া থেকেই তিনি যোগ করেছিলেন একটি বাড়তি মাত্রা। যার ফলে রাজনীতির নীরস কচকচানিকে অতিক্রম করে তার লেখা হয়ে উঠতে পেরেছিল সর্বজনগ্রাহী। ভাষা বা শব্দের মারপ্যাচ বিশেষ ছিল না। বরং একেবারেই সাদামাটা কথ্য ভঙ্গি, সঙ্গে কোনও নেতা বা ব্যক্তি সম্পর্কে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ (তা সে প্রমোদ দাশগুপ্তর চুরুটের ছাই ঝাড়া-ই হোক, বা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের টেবিল বাজান) তার লেখাকে দিয়েছিল এক সাবলীল ভিন্নতা। তার লেখা ছিল নির্মোহ, সাহসী। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তর জনপ্রিয়তার এটি একটি বড় কারণ। এক কথায় বলা চলে, রাজনৈতিক রিপোর্টিংকে তিনি অনেকটাই অন্দরমহলে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। নিরপেক্ষ সাংবাদিক ছিলেন তিনি।

‘মেসির অভিভাবক আমিই’ জানান কোচ স্কালোনি

রবীন্দ্রকুমার শীল

“মেসির অভিভাবক এখন আমিই। এখন আমারই সন্তান। তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তার ওপরে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে মেসির পিতা বেঁচে নেই। ফলে মেসি মানসিক দিক দিয়ে বেশ খানিকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। সেই কারণে মেসির দিকে এখন বেশি করে নজর দিতে হচ্ছে। তাঁর শারীরিক এবং মানসিক শক্তির যাতে কোনও রকম অবনতি না ঘটে সেই দিকে নজর রাখাই হচ্ছে আমার প্রধান কাজ। এই কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। তিনি পরিস্কার করে সাংবাদিকদের বলে দিলেন যে মেসি সম্পর্কে ভালো করে খবর সংগ্রহ করে সংবাদপত্রে এখন প্রকাশ করুন। আপনাদের ভুল সংবাদে একটি প্রতিভাবনা খেলোয়াড়ের মানসিক শক্তি ভেঙে পড়তে পারে। জানবেন, লিওলেন মেসি ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে আমেরিকায় এসেছে। তাঁর পরিবারকে নিয়ে মস্করা করার এটা সময় নয়। যে কোনও খারাপ সংবাদ একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এমন সংবাদ প্রকাশ করুন যাতে যে কোনও বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের কোনও ক্ষতি না হয়। মনে রাখবেন মাঠের পরিবেশকে রক্ষা করার একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকে সাংবাদিকদের। সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন। আপনাদের ভুল সংবাদে বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিশ্বকাপ ফুটবল জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে সংবাদ মাধ্যম। সেই সংবাদমাধ্যম এখন এমন সব খবর সম্প্রচার করছে দক্ষ ফুটবলারের জীবনে বিক্ষত তৈরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার ‘লুজ টিভি’ নামে একটি চ্যালেন মেসির বাবাকে নিয়ে মিথ্যা খবর সম্প্রচার করেছিল। সঞ্চালিকা সম্প্রচার করে “আমি দুঃসংবাদের ব্রেকিং নিউজ দিতে চাই না। কিন্তু বলতে হচ্ছে মেসির বাবা এই মাত্র মারা গিয়েছেন।” এরপরে ঘোষণা করা হয় যে মেসি দেশি ফিরে আসছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা সঠিক নয় বলে জানায়। তার ফলে আর্জেন্টিনা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। আর্জেন্টিনা সরকার পর্যন্ত হতবাক হয়ে

পড়েছিল। তারাও এই ধরনের সম্প্রচারের বিরোধিতা করে। আর্জেন্টিনার জনগণ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বহু লোক দল বেধে সেই চ্যানেলের দফতর গিয়ে হামল করা ছক কষতে শুরু করে দিয়েছিল। আর্জেন্টিনা জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ হওয়ার সমম্ভাবনা দেখা দিলে দ্রুত সঞ্চালিকা সমাজ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি খুবই দুঃখিত। মেসি এবং মেসি পরিবারের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এই ধরনের গুজব কীভাবে একটি আর্জেন্টিনার বিখ্যাত চ্যানেল ‘লুজ টিভি’ প্রচার করতে গেল তা খতিয়ে দেখতে সেখানকার গোয়েন্দা কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন সময়ে এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হল যখন আর্জেন্টিনা দল আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচের জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্রাজিলও এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। যদি ব্রাজিল হাইতির বিরুদ্ধে খেলে ৩-০ গোলে জয়লাভ করেছে। তবুও বলা যেতে পারে যে আর্জেন্টিনা এখন বিশ্বকাপের জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ঠিক এই সময়ে দলের একজন তারকা ফুটবল খেলোয়াড় যার ওপরে গোটা আর্জেন্টিনা দলের এগারোজন খেলোয়াড় নির্ভর করে থাকে তাকে হঠাৎ করে মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেওয়ার পিছনে কোনও কুচক্রীদের হাত রয়েছে কিনা তার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই কারণে আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি মেসির দিকে নজর রাখতে শুরু করেছেন। তিনি এখন মেসির অভিভাবক হয়ে গিয়েছেন। মেসির পিতা বুয়েনস আইরেসে ভর্তি। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হালপাতালে রয়েছেন মেসির মা এবং তাঁর দাদা রদ্রিগো। সেই কারণে মেসির জীবন সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন মেসির গায়ে যাতে কোনও রকম কেউ কালো দাগ না ফেলতে পারে তার জন্য তাকে নজরে নজরে রাখা হয়েছে। মেসিকে এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে তাকে কেউ যেন স্পর্শ না করতে পারে। তার খাওয়া, শোয়া এবং বিশ্রামের ব্যাপারে কোচ স্কালোনি প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছেন যে মেসি শুধু আর্জেন্টিনার গর্ব নয়। আমার গর্ব। সে আমার কথা মতো চলাফেরা করে এবং প্র্যাকটিসের সময়ে আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যেভাবে মেসির পিতাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ সম্প্রচার করা হয়েছিল যা গোটা বিশ্বকাপ আসরে কালো ছায়া পড়তে বেশি দেরি হয়নি। তিনি সঠিক সংবাদের জন্য আর্জেন্টিনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সরকার এই ধরনের সংবাদ পেয়ে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ‘লুজ টিভি’র বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ না আনা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ‘লুজ টিভি’র দফতরে পুলিশ গোয়েন্দারা উপস্থিত। কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে এই ধরনের মেসির পিতার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পেল তার অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে। এর পিছনে কোনও দুর্নীতি গ্রস্ত চক্র কাজ করছে কিনা এবং আর্জেন্টিনার সুনামের ওপরে কালো দাগ দাগিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ কোনও গোপন ষড়যন্ত্র কিনা তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। কোচ স্কালোনি এখন আবার কড়া হয়েছেন। তিনি কোনও সংবাদিকদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের দেখা করার অনুমতি দিতে নারাজ। তাঁর অনুমতি ব্যাতিরেকে মেসির কাছে কোনও চ্যানেলের বা নিউজ পেপারের সাংবাদিক যেতে পারবে না। খেলোয়াড়দের সম্পর্কে যা বলার বলবে আর্জেন্টিনা দলের মেডিয়া সচিব। এখন আর কোনও খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকের বৈঠক করতে নারাজ। আর্জেন্টিনা দলের কোচ এখন দেশের ক্রীড়া দফতরের সঙ্গে যোগযোগা রেখে চলছে। যেভাবে মেসির পিতার মিথ্যা সংবাদ ভাইরাল হয়েছে তাতে গোটা আর্জেন্টিনা দলটা প্রথম দিকে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জানতে পারে যে মেসির পিতার মৃত্যু সংবাদের সত্যতা নেই। যাচাই না করে এই ধরনের মিথ্যা সংবাদ কী করে সম্প্রচার করা হল তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে আর্জেন্টিনা সরকার। আর্জেন্টিনা সরকারের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিদেশে মন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী বেশ রাগান্বিত। দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার জন্য বিরোধীদের কোনও চক্রান্ত নয় তো নিয়ে তদন্ত করতে চায় সরকার।

ঐতিহাসিক দিন ২০ জুন

শঙ্করলাল কর্মকার

২০ জুন। বাঙালির ইতিহাসে এক অদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ অথচ আশ্চর্য ভাবে বিস্মৃত দিন। ২০ জুন ১৯৪৭ হল সেইদিন দিন যেদিন ভোটে ঠিক হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ ভারতেই থাকবে, পাকিস্তানে যাবে না। ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা, বিহারের প্রতিশোধ মূলক দাঙ্গা... সব মিলিয়ে তখন

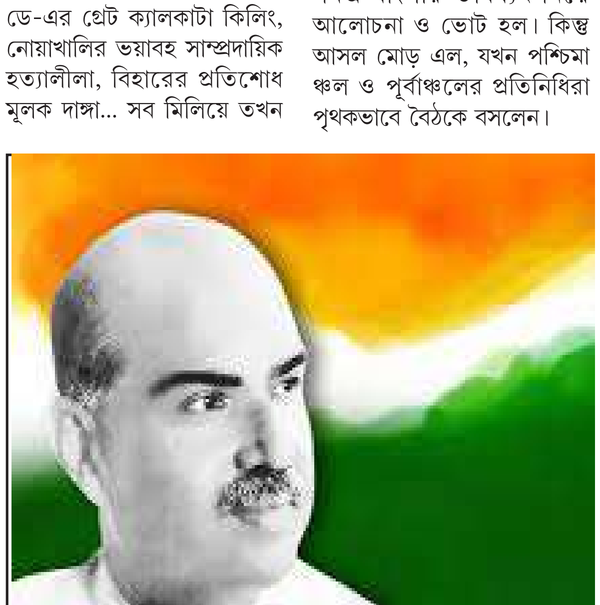

বাংলার বাতাস রক্তে ভারী। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুসলিম লীগ দাবি করছে, গোটা বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করতে হবে। অন্যদিকে কংগ্রেসের একাংশ ও বাংলার বহু নেতার মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র মতভেদ। কেউ চাইছেন বাংলা ভাগ হোক, কেউ চাইছেন স্বাধীন, অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। এই অস্থিরতার মধ্যেই এল ২০ জুন ১৯৪৭। তার আগে দু'মাস আগে ১৯৪৭ সালের ৪,৬ এপ্রিল তারকেশ্বরের বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলকে পৃথক করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দেশজুড়ে জনমত গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও অন্যান্য মহলে ধারাবাহিকভাবে সেই দাবি তুলে ধরতে থাকেন।
২০ জুন অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য হল সেই ঐতিহাসিক ভোটাভুটি। প্রথমে যৌথ অধিবেশনে সমগ্র বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ও ভোট হল। কিন্তু আসল মোড় এল, যখন পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে বৈঠকে বসলেন। পশ্চিমাঞ্চলের বৈঠকে ৫৮ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেন। বিপক্ষে ভোট পড়ে ২১টি। ৫৮ সংখ্যাটা শুনতে ছোট, কিন্তু তার ভিতরেই লুকিয়ে ছিল এই পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘর, ভাষা, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ! পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবির অন্যতম মুখ ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মত কয়েকজন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, গোটা বাংলা পাকিস্তানে গেলে পশ্চিম বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠী ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। ফলে বাংলা পূর্ব- পশ্চিম ভাগ হল।

গৌতমের ইস্তফার পর মেয়র হতে মরিয়া ডেপুটি মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুনঃ শিলিগুড়ি পৌরনিগমে মেয়র পদ থেকে গৌতম দেব পদত্যাগ করতেই ক্ষমতা দখলে তৎপর ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট তৃণমূলের এক অংশ। শুক্রবার বিকেলেই কাউন্সিলরদের এক অংশের বৈঠকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে

তৃণমূলের এক অংশ। অন্যদিকে তার বিরোধিতায় একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলরের পদত্যাগ। এদিনও পদত্যাগ করতে পারেন আরও কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বোর্ড নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ৭২ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিল সরকার। শুক্রবার গৌতম দেব পদত্যাগ করতেই শিলিগুড়িতে দলনেতা ও মেয়র পারিষদ সঞ্জয় পাঠককে উপ দলনেতা নির্বাচন করা হয়েছে। তৃণমূল সুত্রে খবর, ঐক্যমতে পৌঁছান গেলে রঞ্জন সরকার মেয়র ও সঞ্জয় পাঠক ডেপুটি মেয়র হওয়ার চেষ্টা করবেন। যদিও তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলর অবশ্য অন্য মত। ইতিমধ্যেই কাউন্সিলর পদে পদত্যাগ করেছেন সেবিকা মিত্তল, দিলীপ বর্মন। পদত্যাগ করতে পারেন দুই মেয়র পারিষদ মানিক দে ও কমল আগরওয়ালা। ফলে নাটক যে পুরোমাত্রায় জমে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, ''পরিষেবার প্রশ্নেই বোর্ড রাখিতে চাইছি আমরা। সরকার কি করবে সিদ্ধান্ত নিক।'' প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরই গৌতম দেবেরই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল দলেরই অন্দরে। যে শহরে মেয়র হিসেবে ৪ বছর কাজ করেছেন তিনি সেই শহরের সব ওয়ার্ডেই পরাজিত হয় তৃণমূল। ফলে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন গৌতম দেব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেন। তারপরই তাঁর ইস্তফা।

মালদহ সীমান্তে অস্ত্র হাতে হাজির কয়েকশো বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ২০ জুনঃ কাঁটাতারহীন সীমান্ত। আর সেই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা। অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল অনুপ্রবেশকারীদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছড়াল মালদহের বৈষ্ণবনগরে। তৎপরতার সঙ্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাদের সাহায্য করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশও। ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা হল বৈষ্ণবনগরের সুখদেবপুর। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় এই এলাকা দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার ঘটনা সামনে এসেছে। বছর খানেক আগে বাংলাদেশিরা একাধিকবার হামলা চালিয়েছিল সুখদেবপুরে। কাঁটাতারহীন সীমান্ত হওয়ায় হামলা চালিয়ে পালিয়ে যেতে সুবিধা হয়

অনুপ্রবেশকারীদের। ওই এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতার বসাতে গেলে বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) বাধা দিয়েছিল। গত বছর বাংলাদেশিরা সুখদেবপুরে ঢুকে হামলা চালালে প্রতিরোধ গড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবারও তাঁরা অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে প্রস্তুত বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে বিএসএফ ও পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সীমান্তের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। সুখদেবপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ''ওপারে চাঁপাইনগর রয়েছে। সেখান থেকেই অনুপ্রবেশের চেষ্টা হচ্ছে। তাদের রুখছে বিএসএফ।'' বাংলাদেশের ওপারে কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন। প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সমীর মিত্র বলেন, ''মালদহের সুখদেবপুর দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হতে থাকে। অত্যন্ত কুখ্যাত সীমান্ত বলা যায়। এখান থেকেই জালনোট কিংবা পাচার হয়। এখন জড়ো হওয়ার কারণ, হয়তো ওদের কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। আমাদের বিএসএফ ও সীমান্তের বাসিন্দাদের একত্রিত হয়ে থাকতে হবে। বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা হাতিয়ার নিয়ে চলে আসবে, এটা তো মেনে নিতে পারি না। বিজিবিকে ডেকে বিএসএফ-র বলা উচিত, এদের উদ্দেশ্যটা কী?'' রাজ্যে পালাবদলের পরই সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। সেকথা উল্লেখ করে বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন এনএসজি কম্যান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বললেন, ''সীমান্ত সুরক্ষায় নজর বাড়ানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করেছেন। রাজ্য পুলিশ ও বিএসএফের সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে। এক-দেড় মাসেই এর সুফল পাওয়া যাবে, এটা ভাবা বাড়াবাড়ি। তবে ১০০ শতাংশ ফল পাওয়া যাবে।''

মৌসুনি দ্বীপের নদী বাঁধে বড়সড় ভাঙন, আতঙ্কে নামখানার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা, ২০ জুনঃ নামখানা ব্লকের মৌসুনি দ্বীপের নদী বাঁধে বড়সড় ভাঙনে আতঙ্ক। শুক্রবার বালিয়াড়ার ১৪ নম্বর সোয়াল এলাকার বটতলা নদী বাঁধের প্রায় ১৫০ মিটার অংশ ভেঙে গিয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার নদী বাঁধ অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিল। প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি। অমাবস্যার ভরা কোটালে ভেঙে যায় ওই নদী বাঁধ। যার জেরে আতঙ্ক রয়েছেন এলাকাবাসীদের একাংশ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ হলেও কোনও কাজ হয়নি। ফলে প্রতি বছরই বর্ষার সময়ে বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। এই বারও সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। স্থানীয়দের আরও দাবি, দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু না হলে যে কোনও সময়ে নদীর জল গ্রামে ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আজেদ ও বাবুসোনা মাইতি বলেন, ''প্রায় ১৫০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু না হলে নদীর জল গ্রামে ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে।''

তৃণমূলের পঞ্চায়েত উপপ্রধান 'ডাকাত'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ২০ জুনঃ দিনে 'সমাজসেবা'! রাতে ডাকাতি! বহুদিন থেকে এমনই নাকি চলছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ডাকাতি করার আগে ধরা পড়ল দলের পাঁচ সদস্য। পরে গ্রেপ্তার হয় আরো একজন। সূত্রের খবর, এই ডাকাত দলে আছে তৃণমূলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা এবং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান! বাকিরা ঘাস-ফুলের কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এই পাঁচজনকে জেরা করে গ্রেপ্তার করা হয় পঞ্চায়েতের আরো এক তৃণমূল নেতাকে। শনিবার ধৃতদের প্রিজন ভ্যানে করে আদালতে আনার সময় 'ডিম থেরাপি' দিল উত্তেজিত জনতা। ছোড়া হয় ইট ও কাদা। সূত্রের খবর, ডাকাতির জন্য কয়েকজন জড়ো হয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গতকাল মধ্যরাতে বনগাঁ মহকুমার গোপালনগরের সারদাপল্লী এলাকায় অভিযান চালায় স্থানীয় থানার পুলিশ। তাতেই সাফল্য। পুলিশের হাতে বমাল ধরা পড়ে যায় গোটা ডাকাত দল। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। এরপর পাঁচজনকে আনা হয় থানায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাদের পরিচয় জানতে পেরে রীতিমতো চোখে কপালে ওঠে তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আলিম তরফদার, নুরউদ্দিন মণ্ডল ওরফে কালু, জসিমুদ্দিম মণ্ডল, রবি দাস এবং রাহুল মণ্ডল। এর মধ্যে আলিম তরফদার গঙ্গানন্দপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তাদের থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড গুলি, শাবল, লোহার রড ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃত ডাকাত দলকে জেরা করে আজ সকালে হায়দার মোল্লা নামে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। হায়দার তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি।

শান্তিনিকেতনে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, জুন ২০ঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবস আদতে সংকল্প দিবস। রাজ্যের তথা দেশের সার্বিক মানোন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার করে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানালেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট। আজ, শনিবার সকালে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে সহমত হয়ে, ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন সকালে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট, মেডিকেল কলেজের রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ

গৌতম নারায়ণ সরকার সহ নার্সিং, ফার্মেসি, প্যারামেডিকেল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা, মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা। সকলেই ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্প ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মলয় পীট বলেন, ''দূরের জিনিসকে কাছে করে দেখার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু বড় জিনিস কে ছোট করে দেখার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাস আমাদের সেই বড় ঘটনাকে ছোট করে হলেও স্মরণ করার প্রয়াস। অনেকটা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। নানা কারণে অনেক ঘটনাই আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারি না। কালের নিয়মে ইতিহাসের অন্তরালে চলে যায় সেই সব ঘটনা। আজকের এই দিনটা তেমনই একটি ঘটনার ফলশ্রুতি। আজকের দিনেই একটা বড় সংখ্যার মানুষ সিদ্ধান্ত নেন তারা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবেন না, তারা ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে থাকবেন।'' মলয়বাবু বলেন, ''কি হয়েছে, কেন হয়েছে সে সমস্ত দেখার এখন আর সময় নেই। এখন সময় এগিয়ে যাওয়ার। সময় ও সুযোগের সঠিক ব্যবহার করে আর্থসামাজিক অবস্থার ও মানব সম্পদের বিকাশ করা আমাদের অনাতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। আমরাও সেই স্বপ্নের শরিক। আমরা আমাদের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই একদুনিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছি।'' এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, ডিজিটাল পদ্ধতি ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহার করে টেলি মেডিসিন, টেলি প্যাথলজি, টেলি রেডিওলজি, টেলি আইসিইউ পরিষেবার ব্যাপক ব্যবহার করে প্রান্তিক স্তরের মানুষ, এমনকি দুর্গম এলাকার মানুষের কাছেও সুস্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। একই ভাবে বাড়ির শিশুটি বা প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুটি যেন উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে না থাকে তার জন্য ডিজিটাল এডুকেশন সিস্টেম শুরু করা হবে। একইভাবে পর্যটন ক্ষেত্রেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার - কাজের নতুন নতুন দিশা খুলে দেবে বলেও আশা করেন তিনি। মলয়বাবু বলেন, ''বর্তমান যুব সমাজের কাছে আমার আবেদন, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার করে সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসো। এর মাধ্যমে আমরা রাজ্য তথা দেশের সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হব। মনে রাখতে হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোন কিছুই অসম্ভব নেই। ডাক্তারের রোগীর অভাব নেই, বিক্রেতার ক্রেতার অভাব নেই, পরিষেবা প্রদানকারীর পরিষেবা গ্রহণকারীর অভাব নেই। তাই আমাদের সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসার প্রয়োজন। তাই আমি বলব - এই পশ্চিমবঙ্গ দিবস তোমাদের কাছে, আমাদের কাছে, সকলের কাছে সংকল্প দিবস হোক। সংকল্প হোক ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দেশের উন্নয়নে সকলে একসঙ্গে একযোগে কাজ করব।'' এদিনের অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমবিবিএস এর ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বক্তারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাস ও গুরুত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

সমুদ্রে স্নান করার সময়ে স্পিডবোটের ধাক্কা, দিঘায় মৃত্যু পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২০ জুনঃ দিঘায় স্পিডবোটের ধাক্কায় মৃত্যু হলো পর্যটকের। মৃতের নাম শেখ বাপন। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ। স্পিডবোটটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দিঘা মোহনা থানার সিহকঘোলা ঘাটে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, সপ্তাহান্তে বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে গিয়েছিলেন বাপন। দুপুরে তাঁরা সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন। সেই সময়েই একটি স্পিডবোট তাঁকে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় যুবককে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। কাঁথি মহকুমাশাসক ধুমাল প্রতীক অশোক বলেন, ''যে সংস্থার স্পিডবোট, তাদের সঙ্গে কথা বলে সম্পূর্ণ ঘটনা জানার চেষ্টা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।'' শনিবার উপকূলে দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল। তা নজরে রেখেই পর্যটকদের নিষেধ করা হয়েছিল সৈকতে যেতে। কিন্তু সকাল থেকে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকায় কিছু মানুষ সমুদ্রে স্নান করতে যান। সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা আরও একবার দিঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। অতীতেও স্পিডবোট নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। বছর তিনেক আগে স্পিড বোটের তলায় পড়ে এক পর্যটক গুরুতর জখম হয়েছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্নানরত এক পর্যটকের উপর চড়ে গিয়েছিল স্পিডবোট। এই দুর্ঘটনার পরে কিছু দিন বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া হলেও পরে তা থিতিয়ে যায়।

'চুরি' করেছিলেন ত্রিপল! সবুজ আবির মাখিয়ে খালি গায়ে-খালি পায়ে হাঁটানো হল তৃণমূল কর্মীকে, একবার থামলেই পড়ছে লাঠির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জুনঃ গায়ে ঢালা হচ্ছে সবুজ আবির, হাতে কালো ত্রিপল, রয়েছে জুতোর মালা। লাঠি হাতে নিয়েছেন মহিলারা। এক তৃণমূল কর্মীকে এভাবেই হাঁটানো হল ভরা রাস্তা দিয়ে। শুধু হাঁটানো বলা ভুল, দুমাদুম মারধর করা হচ্ছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, ওই তৃণমূল কর্মী সরকারি ত্রাণ বেআইনিভাবে জমিয়ে রেখেছিলেন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। এরপর তৃণমূল কর্মীকে এভাবেই শাস্তি দিলেন তাঁরা। কখনও তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে, কখনও জায়গা-জায়গা থেকে ত্রাণের ত্রিপল উদ্ধার হচ্ছে। কোথাও আবার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বেআইনিভাবে তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে। এই আবহের মধ্যে এবার ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুরের বোড়াই এলাকা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত এক তৃণমূল কর্মীকে হাতেনাতে ধরে মাথায় ত্রিপল ও হাতে জুতো বেঁধে পুরো এলাকায় ঘোরালেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে বোড়াই এলাকায় দোকান চালাতেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গরিব মানুষের জন্য আসা সরকারি ত্রাণ ও ত্রিপল শাসকদলের মদতে ওই দোকানে

পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল। সকালে ওই দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল উদ্ধার করেন বাসিন্দারা। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে উত্তেজিত জনতা। অভিযুক্তকে দোকান থেকে বের করে মাথায় ত্রিপল জড়িয়ে ও হাতে জুতো বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো। তাঁর দিকে ডিমও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে মোহনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। সরকারি ত্রাণ কীভাবে দোকানে এল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগ্রহের প্রকাশের (ইওআই) বিজ্ঞপ্তি

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নংঃ এইচ/২৫০/১/আউটসোসিং তারিখ ঃ ১৭-০৬-২০২৬

নিউ জলপাইগুড়ী সাব-ডিভিশন এবং কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের জন্য ২ (দুই) বছর সময়ের জন্য চিকিৎসা ও রোগনির্ণয় পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই পরিষেবাগুলি সিজিএইচএস-এর ০৩-১০-২০২৫ তারিখের অফিস মেমোরান্ডাম (১৩-১০-২০২৫ থেকে কার্যকর) অনুযায়ী 'টিয়ার-ওয়াই' শহরের জন্য প্রযোজ্য সিজিএইচএস প্যাকেজ দরে অথবা তার চেয়ে কম দরে প্রদান করতে হবে। এই তালিকায় সিজিএইচএস-এর আওতাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোম অথবা অন্যান্য মাল্টি-স্পেশালিটি/সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল/নার্সিং হোম অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এমন সব বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোমের কাছ থেকে আগ্রহপত্র (ইওআই) আহ্বান করছেন-যারা সিজিএইচএস-এর তালিকাভুক্ত অথবা অন্যান্য বেসরকারি মাল্টি-স্পেশালিটি/সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল/নার্সিং হোম-এবং যারা নিউ জলপাইগুড়ী সাব-ডিভিশন ও কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক। এই পরিষেবা প্রদান করতে হবে ০৩.১০.২০২৫ তারিখের সিজিএইচএস অফিস মেমোরেন্ডাম (যা ১৩.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) অনুযায়ী 'টিয়ার-ওয়াই' শহরের জন্য প্রযোজ্য সিজিএইচএস প্যাকেজ রেট বা তার চেয়ে কম দরে। তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিকে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং, কিষাণগঞ্জ এবং পূর্ণিয়ার মতো নিকটবর্তী শহর বা রাজ্যগুলিতে অবস্থিত হতে হবে। এই তালিকাভুক্তির সময়ে ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যোগ্যতার মানদণ্ড

(i) হাসপাতাল/নার্সিং হোমটি বর্তমানে ভারত সরকারের সিজিএইচএস প্রকল্পের অধীনে তালিকাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; অথবা ০৩.১০.২০২৫ তারিখের সিজিএইচএস অফিস মেমোরান্ডাম (যা ১৩.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) অনুযায়ী 'টিয়ার-ওয়াই' শহরের জন্য প্রযোজ্য সিজিএইচএস প্যাকেজ রেট অথবা তার চেয়ে কম দরে চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানে সম্মত হতে হবে।

(ii) চিকিৎসা ও রোগনির্ণয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হাসপাতাল/নার্সিং হোমের অবশ্যই উপযুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বৈধ লাইসেন্স, নিবন্ধন এবং বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র থাকতে হবে।

(iii) সিলেক্টেড হাসপাতাল/নার্সিং হোমকে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে **১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)** টাকার একটি 'পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি' জমা দিতে হবে, যার সময় **৩০ মাস** হতে হবে।

(iv) হাসপাতালটি ০৩.১০.২০২৫ তারিখের সিজিএইচএস অফিস মেমোরেন্ডাম (যা ১৩.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) অনুযায়ী টিয়ার-ওয়াই শহরগুলির জন্য প্রযোজ্য সিজিএইচএস প্যাকেজ রেট অনুসারে জরুরি, সংকটজনক এবং সুপার-স্পেশালিটি ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করবে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্ঘটনা ও ট্রমা কেয়ার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, কার্ডিওলজি এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি পদ্ধতি, পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন, নিউরোলজি এবং নিউরোসার্জারি, দগ্ধ রোগীর চিকিৎসা, নেফ্রোলজি, এভি ফিস্টুলা সহ হিমোডায়ালাইসিস, পালমোনোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ইউরোসার্জারি, নিওনেটোলজি, গাইনোকোলজি ও অবস্টেট্রিক্স এবং অন্যান্য বিশেষায়িত পরিষেবা।

(v) হাসপাতালটি প্রদান করবেঃ

(ক) সিজিএইচএস প্যাকেজ রেটের আওতাভুক্ত নয় এমন চিকিৎসা পদ্ধতি ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম **২০% ছাড়া।**

(খ) সিজিএইচএস প্যাকেজ রেটের আওতাভুক্ত নয় এমন ওষুধ, ব্যবহার্য সামগ্রী এবং ইমপ্ল্যান্টের এমআরপি-র ন্যূনতম **১৫% ছাড়া।**

(গ) পেসমেকার স্থাপন এবং অন্যান্য অনুমোদিত চিকিৎসা পদ্ধতি টিয়ার-ওয়াই শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিজিএইচএস হারে।

সেবার পরিধিঃ

সাধারণত সেইসব গুরুতর, জরুরি, জটিল ও সংকটাপন্ন রোগীদেরকেই রেফার করা হবে যার জন্য নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোসার্জারি, হিমোডায়ালিসিস এভি ফিস্টুলা-সহ, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি, ট্রমা কেয়ার, নিওনাটোলজি, কার্ডিওলজি, পালমোনোলজি, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা এবং অন্যান্য সুপার-স্পেশালিটি বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রয়োজন। নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতালে যেসব চিকিৎসার সুবিধা নেই, সেসব ক্ষেত্রে রেলওয়ে প্রশাসনের বিবেচনানুসারে রোগীকে অন্যত্র রেফার করা হতে পারে। রেফার করা রোগীরা নিউ জলপাইগুড়ী সাব-ডিভিশন এবং কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে সুবিধাভোগী হতে হবে।

অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তাঃ

◈ নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে তালিকাভুক্ত হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার সময় তালিকাভুক্ত হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করা হবে।

ইওআই ফি

ইওআই-এর ফি বাবদ **১,০০০/- টাকা (এক হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে; এই ফি অফেরতযোগ্য এবং তা **এফএঅ্যান্ডসিএও/মালিগাঁও**-এর অনুকূলে যেকোনো ন্যাশনালাইজড ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

ইওআই জমা দেওয়া

যোগ্যতার মাপকাঠি, শর্তাবলি এবং প্রস্তাব জমা দেওয়ার পদ্ধতি সম্বলিত বিস্তারিত ইওআই নথিটি নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট-এর কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। **চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জেলাঃ জলপাইগুড়ী**- ৭৩৪০০৭-এর ঠিকানায় সম্বোধিত সিলবন্ধ ইওআই প্রস্তাবগুলি **১৭.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে **০৭.০৭.২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টা পর্যন্ত কর্মদিবসগুলিতে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ইওআই নথিপত্র জমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করা হবে।

ইওআই খুলবে

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত ইওআই প্রস্তাবসমূহ **০৭.০৭.২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় নিউ জলপাইগুড়ী রেলওয়ে হাসপাতাল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট-এর কার্যালয়ে খোলা হবে; অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসকল অনুমোদিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক, তাঁদের উপস্থিতিতেই এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

◈ রেলওয়ে প্রশাসন কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত ইওআই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ইওআই নথিপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ আপলোড করা হয়েছে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ী

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-০৮-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি- ০৮-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ** রঙ্গিয়া মণ্ডলের নিউ বঙ্গাইগাঁও/এ, নিউ বঙ্গাইগাঁও/ডব্লিউ এবং এলসি গেট নং. আরএম-৫৭ এ (০৩) তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে মেসার্স স্ট্যাটকন এর এসএমপিএস আধারিত আইপিএস সিস্টেমের জন্যে বিস্তৃত এএমসি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৪,১৪,০১৫.২০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৮,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি, আমার মক্কেল শ্রী অসিম কুমার গাঙ্গুলী পিতা শ্রী রামপদ গাঙ্গুলী, সাকিম বারি, পোঃ বারি, থানা বোরো, জেলা পুরুলিয়া। এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি গত ৩০.০১.২০১৮ তারিখের ৩৭২/২০১৮ নম্বর বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে শ্রী বুদ্ধদেব সরকার এবং অন্যান্য পাঁচজনের দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার রনদীপ চৌধুরী পিতা আশীষ চৌধুরী, সাকিম কেতিকা, পোঃ, থানা ও জেলা পুরুলিয়া এর নিকট হইতে কেতিকা মৌজাস্থিত ৩৫১ নম্বর আর.এস. খতিয়ানভুক্ত হাল প্লট নম্বর ২৬৩ এবং ২৭৪ হইতে ২ কাঠা ৩৫ বর্গফুট জমি খরিদ করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি দখলে আছে। উক্ত রনদীপ চৌধুরীর আমমোক্তারনামা দলিল নম্বর হইল IV-242 তারিখ ২৬.১০.২০১৭। উপরোক্ত প্লটের ২ কাঠা ৩৫ বর্গফুট জমি আমার উক্ত মক্কেল তাহার নামে মিউটেশন করার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. পুরুলিয়া-১ এর অফিসে আবেদন করিবেন। তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও পুরুলিয়া-১ নম্বর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

Krishna Pada Mahato Advocate
District Judge Court, Purulia
Enrolment No: F-209/210 of 2006
20.06.2026

লামডিং মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএনটি-০৬-এলএমজি-২০২৬-২৭-আরটি তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. এসএনটি-০৬-এলএমজি-২০২৬-২৭-আরটি। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের জিরিবাম-খোংসাং (৫৪.২৬ কিঃমিঃ), ভৈরবী-সাইরাং (৫০.৫ কিঃমিঃ), লামডিং-ফরকাটিং জংশন এক্স নাইলালুং-ডিফু (১২৯.২ কিঃমিঃ) এবং অন্যান্য ব্লক খণ্ডে (৮৬.৮৯ কিঃমিঃ) সেকশনাল ওএফসির বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩৯,৪৯,৬১১.৯৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭৯,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that I, Meherun Nessa daughter of Lt. Sk Khairuddin residing at Kaxipara P.O Shalidaha, P.S Naihati, District North 24 Parganas Pin 743145, WB, executed a General Power of Attorney, being No. 00315 / 2005, registered on - 28/06/2005, recorded in Book No. IV, registered at ADSRO Barasat in favour of Sk Afsaruddin son of Lt. Sk Khairuddin, residing at 36, Kazipara Main Road, P.S Barasat, District- North 24 Parganas, Kolkata- 700124, W.B, in respect of my all property. The said Power of Attorney has been duly revoked and cancelled by a registered Deed of Cancellation of Power of Attorney, being No. 150300032/2026, registered on 26/05/2026, recorded in Book No.-IV, Vol.- No. 1503-2026, Pages from 719-731, registered before the office of ADSR, Barasat. Therefore, all persons are hereby informed that the aforesaid attorney holder has no authority whatsoever to act, represent, negotiate, transfer, sell, mortgage, create any charge, or deal with my any property on my behalf and/or to file / defend any suit /appeal / case / application on my behalf from the date of cancellation. Any person dealing with the said attorney holder in respect of my any property shall do so at his/her own risk, cost and consequences.

Advocate **Rima Khatun**
Judges' Court Barasat

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line Tender for the works :
Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online e-tender for the work of: Road restoration work on G T Road from 669.00 km to 673.85 km (Mangini's Cake Shop to Jalan road Hanuman Mandir) due to road cutting for laying Optical Fiber Cable by Bharati Airtel under Howrah-Sub Division of Howrah Division during the year 2026-27.
Estimated Amount Put to Tender: Rs.25,78,821/-
N.I.e.T. No : WBPWD/EE/HD/NIeT_4/2026_2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5015736_1.
Bid Submission start date (online) 20.06.2026 up to 10:00 A.M
Bid Submission end date (online) 06.07.2026 up to 01.30P.M
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N I T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Howrah Division, PWD

রেলওয়ে ষ্টেশনসমূহে জরুরীকালীন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা

টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৩৪-২০২৬/কে/৪৭৮ তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৪-২০২৬। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত বিহার অংশের আবশ্যকীয় নিম্নতম স্বাচ্ছন্দ্য এবং দিব্যাঙ্গজনের সুবিধার উন্নতকরণের অর্থে রেলওয়ে ষ্টেশনসমূহে জরুরীকালীন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৬২,৮৬,৮৪১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,২৫,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E., Rampurhat Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Dte, Rampurhat, Birbhum invites online Tender for the work of - NIT-02 (Sl No. 01) Estimated Amount- Sl No 1) Rs. 170767.68. Tender ID- Sl No 1) 2026_WBPWD_5015788_1. e N.I.T. No. 02 (Sl No- 01) of 2026-27. Bid Submission start date (online) : 20.06.2026 from 11:00 a.m. Bid Submission closing date (online) : 02.07.2026 upto 2:00 p.m. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of N.I.T and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Rampurhat Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte. ICA-T10732(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Tender Ref No.: WBPWD/EE/S24PED/eNIT07/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015780_1) Online Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following work: Name of Work: Proposed New Community Toilet at Baruipur Court Campus, District South 24 Parganas - Electrical Installation Work. Bid submission start:24.06.26 at 11:30 AM
Bid Submission end: 01.07.26 at 01:00 PM. Bid Opening Date:03.07.26 at 01:30 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, PWD South 24 Parganas Electrical Division. ICA-T10724(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

No:02/Q/HESD of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015774_1. Bid Submission Last date :-30/06/2026 up to 01:00 p.m. Opening Date: 02/07/2026 up to 01:00 p.m. Name Of Work: Electrical Installation works for Extension of the GRO Room and Construction of a room for APP on the ground floor of the Haldia Court Building at Haldia in the District of Purba Medinipur. Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.wbpwd.gov.in Sd/-AE, HESD, PWDte. ICA-T10717(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD, Rampurhat Sub-Division invite online Tender, NIeT No. 06/R of 2026-27 for the work:- "Emergent construction of saucer type drain of Shrifala more to Sundipur more Road from CH - 0.000 kmp to 1.250 kmp in the District of Birbhum during the year 2026-27. Bid submission start date (online) 18.06.2026 after 5:00 P.M. Bid Submission end date (online) 29.06.2026 upto 2:00 P.M. Tender ID:- 2026_WBPWD_5015732_1. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Rampurhat Sub-Division ICA-T10716(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Contai Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte at Contai, district Purba Medinipur invites e-Quotation No.02 of 2026-27 for 1 (one) no. work related to civil works. Tender ID: 2026_WBPWD_5015755_1. Bid submission closing date 03/07/2026 at 2.00P.M. hrs. (online). Details will be available at http://etender.gov.in, www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11.00 AM to 4.00 PM on any working day. Sd/-Sujit Mondal. Assistant Engineer, Contai Highway Sub-Divn. P.W(Roads) Dte. ICA-T10725(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE

Assistant Engineer, Quality Control Sub-Division No. I, P.W.(Rds)Dte. Kalyani, Nadia invites Quotation NAME OF WORK: 1. Conducting Traffic Census &Axle Load Survey and Topographic Survey at Bishnupur - Aishmali road from Ch- 0.00 km to Ch. 4.60 Km Strengthening work under Nadia Highway Division No-II,P.W(Roads) Directorate in the District of Nadia during 2026-27. 2. Conducting Traffic Census &Axle Load Survey and Topographic Survey at Nokari - Aishmali road from Ch- 9.20 km to Ch. 13.07 Km Strengthening work under Nadia Highway Division No-II,P.W(Roads) Directorate in the District of Nadia during 2026-27. NIeQ02_2026-27_AE_QCSDI. NIeQ ID: 2026_WBPWD_5015782_1 & 2026_WBPWD_5015782_2. Quotation Submission start date & time (online):20.06.2026 from 14.00 hrs. Quotation Submission end date & time (online):27.06.2026 upto 14.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ and tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- (K. Bandhopadhyay) Assistant Engineer, Quality Control Sub-Divn.No.-I P.W.(Rds)Direct. ICA-T10707(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

1st Corrigendum published for Sl No.- 2 of NIeT No. 01/2026-2027/EE/SWD-I/WBPHED of the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte. for date extension. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is extended upto 03/07/2026 upto 3:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte. ICA-T10700(1)/2026

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 21st June 2026	Naihati, Kolkata, West Bengal -743165	5:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

কোথায় কত কি

সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের যাত্রা

সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের যাত্রাঃ ভারতের আর্থিক বিপ্লবের নেপথ্যে এনএসই-র তিন দশকের রূপান্তরের গল্পভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে কিছু প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের সাফল্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে না, বরং একটি জাতির মানসিকতা ও আর্থিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) সেই বিরল প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। গত তিন দশকে ভারতের পুঁজিবাজারের যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে এই এক্সচেঞ্জ। শুধু একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয়, বরং আর্থিক গণতন্ত্রায়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবেই এনএসই আজ নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে।এক সময় ভারতের শোরবাজার ছিল সীমিত পরিসরের একটি জগৎ। বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও সেই সুযোগ সবার জন্য সমান ছিল না। তথ্যের প্রবাহ ছিল অসম, স্বচ্ছতার অভাব ছিল প্রকট, আর বিনিয়োগকারীদের বড় অংশকেই নির্ভর করতে হতো দালাল, পরিচিত মহল কিংবা সীমিত তথ্যের উপর। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে শেযারবাজার ছিল যেমন আকর্ষণের কেঃদ্র, তেমনই অনিশ্চযতা ও আশঙ্কার জাযগা।নব্বইযের দশকের গোড়ায. এনএসই-র আবির্ভাব সেই পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই এক্সচেঞ্জ শুধু একটি নতুন বাজার কাঠামো তৈরি করেনি বরং বাজারকে আরও উন্মুক্ত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং বিনিযগেকারী-কেন্দ্রিক করে তোলার এক নতুন দর্শন সামনে এনেছিল।এনএসই-র সবচেয়ে বড় অবদান ছিল স্ক্রিন-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক ট্রেডিং ব্যবস্থা চালু করা। আজকের দিনে এটি স্বাভাবিক মনে হলেও তখন বিষযটি ছিল বিপ্লবাত্মক। ট্রেডিং ফ্লোরের চিকার, কাগজের লেনদেন এবং সীমিত প্রবেশাধিকারের যুগ থেকে বেরিযে. এসে প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছ ব্যবস্থায. প্রবেশ করে ভারতীয. পুঁজিবাজার। প্রথমদিকে অনেকেই এই পরিবর্তন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন, মানুষের সরাসরি উপস্থিতি ছাড়া বাজারের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সময় প্রমাণ করে দেয়, প্রযুক্তিই হতে পারে আস্থা ও দক্ষতার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। ইলেকট্রনিক ট্রেডিং ব্যবস্থার ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিনিয়েগকারীরা একই সঙ্গে একই তথ্য ও একই সুযোগের নাগাল পেতে শুরু করেন।মুম্বই, দিল্লি বা কলকাতার মতো বড় শহরগুলির পাশাপাশি ছোট শহর এবং মফস্বলের মানুষও ধীরে ধীরে পুঁজিবাজারে যুক্ত হতে থাকেন।

ভৌগোলিক দূরত্ব আর বাজারে অংশগ্রহণের পথে বাধা হযে. দাঁড়াযনি। এভাবেই এনএসই ভারতের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের এক নতুন অধ্যাযের সূচনা করে।স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এনএসই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রিয়েল-টাইম মূল্যতথ্য, অজ্ঞাত পরিচয়ে অর্ডার ম্যাচিং এবং সম্পূর্ণ সিস্টেম-নির্ভর ট্রেডিং ব্যবস্থা বাজারে পক্ষপাত ও অনিযমের সুযোগ কমিযে. আনে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয, যা যেকোনও আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।তবে এনএসই-র অবদান শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের ক্রমাগত পরিবর্তন করার ক্ষমতাই এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বড় শক্তি। বাজারের চাহিদা ব দ লে ছে, বিনিয়োগের ধরন বদলেছে, ঝুঁকির প্রকৃতি বদলেছে-আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এনএসই নতুন সমাধান ও কাঠামো নিযে.এগিয়ে এসেছে। ডে রি ভে টি ভ স বাজারের সম্প্রসারণ, উন্নত ঝুঁকি-পরিচালনা ব্যবস্থা, শক্তিশালী নজরদারি কাঠামো এবং আধুনিক ক্লিযারিং ও সেটেলমেন্ট মেকানিজম-সব ক্ষেত্রেই এনএসই ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় পুঁজিবাজার শুধু বড় হযনি, বরং আরও স্থিতিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এনএসই-র প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। আজ স্মার্টফোনে কযেকটি স্পর্শের মাধ্যমেই একজন বিনিয়োগকারী বাজারে লেনদেন করতে পারেন। কিন্তু এই সহজতার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের প্রযুক্তিগত বিনিযগে, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন এবং শক্তিশালী সংযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ। বর্তমানে দেশের ছোট শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষও শেযারবাজারে অংশ নিচ্ছেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রসার এবং সহজলভ্য তথ্যের কারণে বিনিয়োগ এখন আর কেবল বড় শহরের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আর্থিক সচেতনতার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেযেছে।এনএসই-র শক্তিশালী ক্লিযারিং ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাজারে উত্থান-পতন, অনিশ্চযতা কিংবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও এই কাঠামো বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা এবং লেনদেনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। তবে সম্ভবত এনএসই-র সবচেয়ে বড় সাফল্য সংখ্যার হিসাবের বাইরে। এটি ভারতের আর্থিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের গল্প। একসময় ভারতকে বলা হতো ‘ দেশ’। মানুষ ব্যাংক আমানত, সোনা বা স্থাবর সম্পত্তিকে নিরাপদ বিনিযগে হিসেবে দেখতেন।

হরমুজে ফের ইরানের কড়া পদক্ষেপ, লেবানন ইস্যুতে চাপ বাড়তেই দুলছে আমেরিকা-ইরান শান্তি সমঝোতা

২০ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনা প্রশমনের আশায় যখন নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ গড়ে উঠছিল, ঠিক তখনই ফের অনিশ্চযতার মেঘ ঘনিয়ে এল। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মউ) কার্যকর হওযার আগেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিস্থিতি। ইরানের তরফে হরমুজ প্রণালীতে চলাচল সীমিত বা বন্ধ করার পদক্ষেপ সেই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করেছে। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তেহরান স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে-লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযান চলতে থাকলে আঞ্চলিক শান্তির কোনও উদ্যোগই স্থায়ী হবে না। বুধবার ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বহু মাসের পরোক্ষ আলোচনা, কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার পর এই সমঝোতা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে বিবেচিত হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল পারস্য উপসাগর অঞ্চলে সামরিক সংঘাতের ঝুঁকি কমানো এবং ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য একটি

স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা। চুক্তির অংশ হিসেবে বেশ কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তে নীতিগত সম্মতি জানানো হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাস, নতুন সামরিক সংঘর্ষ এড়ানো এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায রাখার লক্ষ্যে পারস্পরিক উদ্যোগ গ্রহণ। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া এবং গাজা ইস্যুতে পরিস্থিতি আরও জটিল না করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে কূটনৈতিক সূত্রের দাবি। এই আবহেই শুক্রবার নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ হিসেবে পরিচিত এই সমুদ্রপথ দিযে. প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছায়। ফলে এখানে যেকোনও ধরনের অস্থিরতা বিশ্ব অর্থনীতি এবং জ্বালানি বাজারে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ শুধুমাত্র সামরিক বা কৌশলগত নয, বরং এটি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। তেহরানের অভিযোগ, যুদ্ধবিরতির বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক আহ্বান সত্ত্বেও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল ও রাজধানী বৈরুতের আশপাশে ইজরাযেলি সামরিক অভিযান অব্যাহত রযেছে। এই পরিস্থিতিকে শান্তি প্রচেষ্টার পরিপন্থী বলেই মনে করছে ইরান। অন্যদিকে একই দিনে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানায়, ইরানের বিরুদ্ধে কার্যকর থাকা নৌ-নজরদারি ও অবরোধমূলক পদক্ষেপ অনেকটাই শিথিল বা প্রত্যাহার করা হযেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয। ওযাশিংটনের আশা ছিল, এই পদক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতের বৃহত্তর সমঝোতার পথ খুলে দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। ইজরায়েল-লেবানন সীমান্তে নতুন করে উত্তেজনা এবং বিমান হামলার খবর সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, সদ্য স্বাক্ষরিত চুক্তি আদৌ কতটা কার্যকর থাকবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মন্তব্যও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ইজরাযেলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিযাহুর উদ্দেশে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায. আরও দাযিত্বশীল ভূমিকা নেওযার আহ্বান জানান। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই বার্তার মধ্যেই ওযাশিংটনের উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনও নতুন সংঘর্ষ ইরান-আমেরিকা সমঝোতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে মূল সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রযেছে লেবানন প্রশ্ন। যদি সেখানে সংঘাত অব্যাহত থাকে, তবে ইরানের পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক চাপ সামাল দিযে শান্তি প্রক্রিযায দীর্ঘমেযাদি প্রতিশ্রুতি বজায. রাখা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। ফলে হরমুজ প্রণালী নিয়ে তেহরানের অবস্থানকে অনেকেই একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশ্নের মুখে পাকিস্তান

২০ জুন ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গনে ফের সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান। ইরান-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে নিজেদের মধ্যস্থতাকারী ও কূটনৈতিক সেতুবন্ধনকারী হিসেবে তুলে ধরলেও, সেই চুক্তির শর্তাবলী ও বাস্তবায়ন কাঠামো প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তথ্য প্রকাশে অনীহা এবং স্বচ্ছতার অভাব পাকিস্তানের কূটনৈতিক অবস্থানকে অস্বস্তিকর করে তুলেছে। ইসলামাবাদ প্রথমে এই চুক্তিকে নিজেদের বড়সড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছিল। সরকারি মহলের দাবি ছিল, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং কৌশলগত সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু চুক্তির মূল বিষয়বস্তু, আর্থিক কাঠামো, অংশীদারদের দায়িত্ব এবং বাস্তবাযনের সময়সীমা নিয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য সামনে না আসায় আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান বিশ্বের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে স্বচ্ছতা একটি অপরিহার্য উপাদান। বড় আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী, অংশীদার রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সাধারণত বিস্তারিত তথ্য জানতে চায়। সেই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের দীর্ঘ নীরবতা স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ ও জল্পনার জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, পাকিস্তান যে চুক্তিকে নিজেদের সাফল্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চেযেছিল, সেটিই এখন উল্টো চাপের কারণ হযে. দাঁড়িযেছে। কারণ, চুক্তি সম্পর্কে যত কম তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে, ততই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, আর্থিক দিক এবং কৌশলগত প্রভাব নিযে।

ইতিমধ্যেই কযেকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং নীতি-গবেষণা সংস্থা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশের দাবি তুলেছে। তাদের বক্তব্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, জ্বালানি সহযোগিতা কিংবা অর্থনৈতিক উন্নযন-যে ক্ষেত্রেই এই চুক্তির প্রভাব থাকুক না কেন, তার শর্তাবলী গোপন রাখা দীর্ঘমেযাদে ইতিবাচক বার্তা দেয. না। বরং এতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে।দেশের অভ্যন্তরেও এই ইস্যু নিযে. রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, সরকার কূটনৈতিক সাফল্যের প্রচারে ব্যস্ত থাকলেও জনগণের সামনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরছে না। তাদের দাবি, চুক্তির বিষয়বস্তু স্পষ্ট না হলে সরকারের দাবির সত্যতা যাচাই করাও সম্ভব নয়। কূটনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ অনুযাযী, গত কযেক বছরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের ভাবমূর্তি শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। তবে নানা বিতর্ক, নীতিগত অস্পষ্টতা এবং তথ্য প্রকাশে বিলম্বের কারণে সেই প্রচেষ্টা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

NAME CHANGE

I, Kayem Molla, S/o Lt. Afsar Mondal, residing at Vill Ayera,P.O. Hatthuba, P.S. Habra, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Kayem Molla to Kayem Mondal and henceforth I shall be known as Kayem Mondal in all purpose vide affidavit No 13229 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 19/6/2026. Kayem Molla and Kayem Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Altafur Rahaman (old name) S/o- Serafat Hossain residing at Khodabandpur, Arjunpur, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ALTAFUR RAHAMAN to MD ALTAFUR RAHMAN and henceforth I shall be known as MD ALTAFUR RAHMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. J.M. 1st class 1st/ 2nd/ 3rd at Jangipur, Murshidabad dated 05/06/2026. MOHAMMAD ALTAFUR RAHAMAN (old name) and MD ALTAFUR RAHMAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdul Awal Sk (old name) S/o- Tamij residing at Soleman Biswas Para, Bara Sujapur, Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ABDUL AWAL SK to MD ABDUL AUWAL and henceforth I shall be known as MD ABDUL AUWAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 19/06/2026. MD ABDUL AWAL SK (old name) and MD ABDUL AUWAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ayesh Ali (old name) S/o- Md Sultan Ali Dewan residing at Ramchandrapur, Bansgara, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AYESH ALI to MD AYESH ALI and henceforth I shall be known as MD AYESH ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. J.M./ J.M. (addl.) 1st class/ S.D.E.M. at Berhampore, Murshidabad dated 13/08/2025. AYESH ALI (old name) and MD AYESH ALI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Altafur Rahman S/o- Serafat Hossain residing at Khodabandpur, Arjunpur, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my son's name from MOHAMMAD MEHEBOOB ALAM (old name) to MD MEHEBOOB ALAM (new name) and henceforth he shall be known as MD MEHEBOOB ALAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. J.M. 1st class 1st/ 2nd/ 3rd at Jangipur, Murshidabad dated 05/06/2026. MOHAMMAD MEHEBOOB ALAM (old name) and MD MEHEBOOB ALAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Zubuna Sarkar (old name) W/o- Parimal Sarkar residing at Belechuap, Lalbazar, Tehatta , Dist-Nadia, Pin-741163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ZUBUNA SARKAR to JAMUNA SARKAR and henceforth I shall be known as JAMUNA SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 20/06/2026. ZUBUNA SARKAR (old name) and JAMUNA SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Panna Verma Bharadwas (old name) W/o- Anil Kumar Verma residing at 30/9 Nandalaya, Berhampore, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PANNA VERMA BHARADWAS to PANNA VERMA BHARDWAJ and henceforth I shall be known as PANNA VERMA BHARDWAJ (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 20/06/2026. PANNA VERMA BHARADWAS (old name) and PANNA VERMA BHARDWAJ (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sofikul Islam Ansari (old name) S/o- Sukuruddin Momin residing at Mominpara, Aurangabad, Suti, Dist-Murshidabad, Pin-742201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SOFIKUL ISLAM ANSARI to MOMIN SAFIKUL ISLAM and henceforth I shall be known as MOMIN SAFIKUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 19/06/2026. SOFIKUL ISLAM ANSARI (old name) and MOMIN SAFIKUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kalu Seikh (old name) S/o- Ketabuddin Sk residing at Tildanga, Tildanga, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742212 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KALU SEIKH to TOFAIL SK and henceforth I shall be known as TOFAIL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 19/06/2026. KALU SEIKH (old name) and TOFAIL SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AKHILESH SINGH (old name) S/o- Prabhunath Singh residing of 23/1B/H/19, Cossipore Road Howrah, West Bengal-700002, do hereby declare that I have changed my name from AKHILESH SINGH (old name) to AKHILESH KUMAR SINGH(New Name) and henceforth I shall be known as AKHILESH KUMAR SINGH(new name) in all purpose vide an affidavit No. K/June/335/26 sworn before the Notary public at Howrah dated 15/06/2026. AKHILESH KUMAR SINGH (New name/Correct name) and AKHILESH SINGH (Old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, CHAITALI GHOSH (old name) W/o- Swapan Kr Ghosh residing of 29/5/A/1 Dharmatala Road, Belur Math, Howrah-711202, do hereby declare that I have changed my name from CHAITALI GHOSH (old name) to MAMONI GHOSH (New Name) and henceforth I shall be known as MAMONI GHOSH(new name) in all purpose vide an affidavit no. K/May/117/26 sworn before the Notary public at Howrah dated 25/05/2026 MAMONI GHOSH (new name/Correct name) and CHAITALI GHOSH (old name) both are same and one identical person.

রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে নজিরবিহীন বিতণ্ডা

মহিলা প্রতিনিধিকে ‘চুপ করুন’ নির্দেশ, নিজেকে সদস্যদের ‘মালিক সুরে তুলে ধরে বিতর্কে ইজরায়েল

২০ জুন ঃ রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকের মঞ্চে এক অভূতপূর্ব কূটনৈতিক উত্তেজনার সাক্ষী থাকল আন্তর্জাতিক মহল। ইজরায়েলের স্থায়ী প্রতিনিধি ড্যানি ডাননের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রকাশ্য তর্কাতর্কি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, বৈঠকের মধ্যেই এক মহিলা কর্মকর্তাকে ‘ করে থাকতে’ এবং ‘ যেতে’ বলেন ইজরায়েলি প্রতিনিধি। ঘটনাটি ঘিরে কূটনৈতিক মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে এবং এর ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিতর্কের সূত্রপাত রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিবেদনের জেরে। ওই প্রতিবেদনে গুতেরেসের বিশেষ প্রতিনিধি প্রমীলা পাটেন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, চলমান সংঘাতের সময় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের একাধিক অভিযোগের তথ্য পাওয়া গেছে। সেই কারণেই ইজরায়েলকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও কঠোর নজরদারির আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছে তেল আভিভ। রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইজরায়েলের প্রতিনিধি ড্যানি ডানন সরাসরি প্রমীলা পাটেনকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের দাবি তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস দীর্ঘদিন ধরেই ইজরায়েলবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন এবং তাঁর প্রভাবেই এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ডাননের বক্তব্য ছিল, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ইচ্ছাকৃতভাবে ইজরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। তাঁর চাপেই এমন একতরফা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এটি সত্যের প্রতিফলন নয়, বরং একটি পরিকল্পিত প্রচারণার অংশ। ইজরায়েলি প্রতিনিধির এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তা ভ্যানেসা ফ্রেজিয়ার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, রিপোর্টটি কোনো রাজনৈতিক নির্দেশে তৈরি হয়নি। বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রত্যক্ষদর্শী, মানবাধিকার সংগঠন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করেই এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ভ্যানেসা ফ্রেজিয়ার আরও বলেন, রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলাফলকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার প্রবণতা আন্তর্জাতিক তদন্ত প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। তবে এই প্রতিবাদের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ড্যানি ডানন প্রকাশ্য সভাতেই ভ্যানেসা ফ্রেজিয়ারকে লক্ষ্য করে ক৷৷ ভাষায় মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমরা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। আর আপনি এখানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। তাই আপনি মুখ বন্ধ করে থাকুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত বাধা দেবেন না। যদি চুপ করে শুনতে না পারেন, তাহলে সভাকক্ষ ছো৷ বেরিয়ে যান। একজন রাষ্ট্রসংঘ কর্মকর্তার প্রতি এমন ভাষা প্রয়োগ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে বিস্ময় এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বহু পর্যবেক্ষকের মতে, রাষ্ট্রসংঘের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে এই ধরনের

ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অসম্মানজনক আচরণ অত্যন্ত বিরল। বিশেষ করে একজন নারী কর্মকর্তার প্রতি এমন নির্দেশমূলক ও অবমাননাকর ভাষা ব্যবহারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে ইজরায়েলের কূটনৈতিক আচরণ নিয়েও। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। মানবাধিকারকর্মী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সমালোচনার জবাব তথ্য ও যুক্তি দিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ বেছে নেওয়ায় ইজরায়েলই কূটনৈতিকভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় প৷ছে। যদিও এই বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাখ্যা বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে, সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যচিত্রও নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। ইজরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া কয়েকজন সাবেক বঃিদ সেখানে দাবি করেছেন, জেলের ভেতরে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী এবং সেনা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও এসব ঘটনায় জড়িত ছিলেন। তথ্যচিত্রে অংশ নেওয়া বঃি দদের বক্তব্যে উঠে এসেছে যে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বন্দিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছেও এ ধরনের অভিযোগ পৌঁছেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর পেছনেও এই ধরনের সাক্ষ্য, নথি এবং বিভিন্ন অনুসন্ধানী তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে জানা যায়। তবে ইজরায়েল সরকার শুরু থেকেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তেল আভিভের দাবি, রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বাস্তব পরিস্থিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন নয় বরং এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি এবং ইজরায়েলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার একটি প্রচেষ্টা। ফলে একদিকে যেমন যুদ্ধকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বিতর্ক তীব্র হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ঘটে যাওয়া এই প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপো৷নেকেও সামনে এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের নজর এখন এদিকে যে, এই বিতর্কের পর রাষ্ট্রসংঘ ও ইজরায়েলের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় এবং বিতর্কিত অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত আদৌ কতটা এগোতে পারে। নোট ঃ এটি সংবাদধর্মী পুনর্লিখন। প্রকাশের আগে অভিযোগগুলোর বিষয়ে স্বাধীনভাবে তথ্য যাচাই করা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য যুক্ত করা সাংবাদিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ।

তারকেশ্বর থেকে ৮২০ কোটি টাকার পরিকাঠামো ও রেল প্রকল্পের উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ জুনঃ আজ (২০.০৬.২০২৬) 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন উপলক্ষে তারকেশ্বরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮২০ কোটি টাকার একাধিক বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ, উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন। তারকেশ্বরে আয়োজিত এই মেগা অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেল, কৃষি এবং গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বেশ কিছু রূপান্তরমূলক উদ্যোগের সূচনা হলো। এছাাা, প্রধানমন্ত্রী পিএম-কিষাণ সম্মান নিধির ২৩তম কিস্তির অর্থও প্রদান করেন, যার মাধ্যমে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার-এর সাহায্যে দেশজুড়ে ৯.৪৪ কোটিরও বেশি কৃষকের মধ্যে ১৮,৮৮০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ডবল-ইঞ্জিন সরকারের ছত্রছায়ায় পশ্চিমবঙ্গের 'বিকাশ (সমৃদ্ধি)-এর জন্য একটি 'মহা অভিযান' শুরু হয়েছে। বিকশিত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে আজ রেল, কৃষি, মস্যচাষ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পশুপালনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করা হলো, যা ভবিষ্যতের উন্নয়নের পথকে সুগম করবে।

যোগাযোগের সংজ্ঞা বদলে দিতে উচ্চ-প্রভাবশালী রেল প্রকল্পসমূহ- এই উন্নয়ন প্যাকেজের প্রধান আকর্ষণ হলো পশ্চিমবঙ্গের রেল

ব্যবস্থার পরিকাঠামো জোরদার করার জন্য এক বিশাল আর্থিক বিনিয়োগ, যার লক্ষ্য হলো প্রায় ৫৯০ কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা, গতিশীলতা, কল্যাণমূলক এবং লজিস্টিক ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করা। হাওড়ায় নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল (৯৯ কোটি টাকা)ঃ প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যাধুনিক ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের শিলান্যাস করেন। এই অত্যাধুনিক চিকিসা ব্যবস্থাটি রেলকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য ব্যাপক ও উচ্চ-মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করবে। সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি রেল লিঙ্ক লাইন (৪২১ কোটি টাকা)ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা এই গুরুত্বপূর্ণ রেল লিঙ্কটি রেল চলাচলের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে, আঞ্চলিক লাইনের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে এবং মালবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল সুগম করবে। হাউর-রাধামোহনপুর রোড ওভার ব্রিজ (৭১ কোটি টাক) পূর্ব মেদিনীপুরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোড ওভার ব্রিজের শিলান্যাস করা হয়েছে। একটি ব্যস্ত লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে এই আরওবি তৈরি হলে যানজটজনিত বিলম্ব দূর হবে, পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সা।ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে। সামগ্রিক উন্নয়নঃ রাস্তাঘাট, কৃষি এবং মৎস্যচাষ-রেললাইনের প্রসারের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে বেশ কিছু উদ্যোগের সূচনা করেছেনঃ গ্রামীণ সড়কঃ গ্রামী ও শহরের দূরত্ব কমাতে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা -র আওতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২১৩ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে নির্মিত ৩১৫ কিলোমিটারেরও বেশি গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন। স্মার্ট কৃষিকার্য পশ্চিমবঙ্গে ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশন, ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং, প্রধানমন্ত্রী ধান-ধান্য কৃষি যোজনা সহ অপ্রত্যাশিত জলবায়ুর প্রকোপ থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা পুনর্গঠিত আবহাওয়া-ভিত্তিক ফসল বিমা প্রকল্পের সূচনা। দুগ্ধ ও মসচাষে বিপ্লবঃফ্রেজারগঞ্জে একটি সম্প্রসারিত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মৎস্য বন্দর , সাঁইথিয়াতে একটি আধুনিক মাছের বাজার এবং হরিণঘাটায় পূর্ব ভারতের প্রথম উন্নত ছাগলের বীর্য উৎপাদন পরীক্ষাগারের উন্মোচন। পরিবহন পরিকাঠামো, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষি প্রযুক্তির এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা একটি 'স্মার্ট পশ্চিমবঙ্গ' গড়ে তোলার মূল ভিত্তি, যা একটি ' ভারত' গড়ার যাত্রায় এই রাজ্যকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘিরে নতুন বিতর্ক, ফ্রিজ করার দাবিতে অভিযোগ 'ঋতপন্থী বিধায়কদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবার পৌঁছে গেল দলের আর্থিক পরিকাঠামো ঘিরে বিতর্কে। দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন এবং সেই অর্থের ভবিষ্য ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে অ্যাকাউট ফ্রিজ করার দাবি জোরালো হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় 'নব্য তৃণমূলের' বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, দলের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার কাটমানি বা অন্যান্য অর্থ জমা পড়তে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই দ্রুত পদক্ষেপের দাবি ওঠে। এরপরই ' শিবিরের দশজন বিধায়ক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের লড়াইয়ের আবহে সত্যিই কি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে? নাকি এটি কেবল রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়, তবে ঘটনাপ্রবাহ যে নতুন মাত্রা পেয়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। সেদিন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং নিজেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দাবি করা অরূপ বিশ্বাস দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার দাবি জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায়। চিঠিতে তিনি দাবি করেন, 'দলের মধ্যে ব্যাপক

গন্ডগোল চলছে। সাংসদদের অনেকে দল ছেড়ে দিয়েছেন। আবার বিধায়কদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ফলে দলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে স্পষ্ট নয়। তাই এই অবস্থায় দলের অ্যাকাউন্ট কে সুরক্ষিত রাখতে, সমস্ত লেনদেন বন্ধ রাখা হোক। না হলে জটিলতা তৈরি হতে পারে।' তবে অরূপ বিশ্বাসের এই পদক্ষেপ ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। কারণ ভোট পরবর্তী সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছে, সেখানে কোষাধ্যক্ষ পদে অরূপ বিশ্বাসের পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভাশিস চক্রবর্তীকে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে অরূপ বিশ্বাস নিজেকে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দাবি করতে পারেন কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও এই বিষয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, অরূপ বিশ্বাস বর্তমানে দলের কোষাধ্যক্ষ নন। ফলে ওই পদমর্যাদা ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানোর কোনও সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক বৈধতা নেই। কুণাল ঘোষের দাবি, দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অরূপ বিশ্বাসের এই পদক্ষেপের কোনও ভিত্তি নেই।অন্যদিকে অরূপ বিশ্বাসের চিঠিতে নিজেকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করার ফলে রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্নও উঠেছে। তাহলে কি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঠিত নতুন কমিটিকে মান্যতা দিচ্ছেন না? নাকি দলের অভ্যন্তরে আরও গভীর মতপার্থক্যের ইঙ্গিত মিলছে? এই জল্পনা এখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বর্তমানে দলের সংসদীয় ও পরিষদীয় স্তরে যে ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে ধরে রাখতে মরিয়া শাসক শিবির। একদিকে বিদ্রোহী নেতাদের সরিয়ে সাংগঠনিক পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে দলের আর্থিক নিয়ন্ত্রণও নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরেই দলের তহবিলের উপর কালীঘাটের নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলে ধারণা। এখনও পর্যন্ত বিরোধী বা বিদ্রোহী কোনও গোষ্ঠী সরকারিভাবে সেই তহবিলের উপর নিজেদের অধিকার দাবি করেনি।তবে অরূপ বিশ্বাসের চিঠি এবং তার পরপরই ' বিধায়কদের অভিযোগ দায়েরের ঘটনায় পরিস্থিতি নতুন মোড় নিয়েছে। এখন নজর রয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আদৌ ফ্রিজ হবে কি না, নাকি এই বিতর্ক শুধুই রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সেই উত্তরই খুঁজছে রাজনৈতিক মহল।

সই-কাণ্ডে এবার শোভনদেবের বাড়িতে সিআইডি-র হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডের তদন্তে আরও তৎপরতা বাড়াল সিআইডি। শনিবার সকালে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পৌঁছায় বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়িতে। সূত্রের খবর, প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে প্রবীণ এই নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁর বয়ান রেকর্ড করার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সিআইডি আধিকারিকেরা। এ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন শোভনদেব। পাশাপাশি, এই ঘটনায় যাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্রবীণ নেতার কথায়, আমি তদন্তে ২০০ শতাংশের বেশি সহযোগিতা করব। তবে যাঁরা এই অভিযোগ করেছেন, তাঁদেরও প্রশ্ন করা দরকার। কারণ, রেজলিউশনে স্বাক্ষরের সময় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য রাজনীতির সাম্প্রতিক এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন। তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় প্রবীণ নেতা শোভনদেবকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছেছিলেন। পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করে দলের তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয় স্পিকার রথীন্দ্র বসুকে। ওই চিঠিতে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু স্পিকার সেই চিঠি গ্রহণ করেননি। উলটে চিঠিতে থাকা সইয়ে জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে এবং হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের হয়। উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সনন্দীপন সাহা সই জালিয়াতির অভিযোগ জানান স্পিকারের কাছে। এই ঘটনার পরই দলবিরোধী কাজের জন্য ওই দুই বিধায়ককে বহিষ্কার করে তৃণমূল। তবে জল এখানেই থেমে থাকেনি। দল বহিষ্কার করলেও পরে ৫৯ জন বিধায়কের সমর্থন জোগাড় করে ঋতব্রত স্পিকারকে চিঠি দেন এবং স্পিকার তাঁকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে সই কাণ্ডের তদন্তভার সিআইডি-র হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তদন্তে নেমে ভবানী ভবনের সিআইডি দফতরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েক জন তৃণমূল বিধায়কের হাতের লেখার পরীক্ষামূলক নমুনাও সংগ্রহ করেছে সিআইডি। তদন্তের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবারই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস ধরাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। কিন্তু তিনি দিল্লিতে থাকায় পরিবারের কেউ তা গ্রহণ করতে চাননি। শনিবার ফের তাঁর বাড়িতে তদন্তকারীদের যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিকে, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করার স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শোভনদেব। সিঙ্গল বেঞ্চ ওই সিদ্ধান্তে কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে চায়নি। এর পর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শোভনদেব আবার হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছেন। আগামী সপ্তাহে এই হাই-ভোল্টেজ মামলার শুনানি হতে পারে।

বিজেপির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ দান কর্মসূচি পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ জুন ঃ একটি গাছ একটি প্রাণ, আর সেই গাছ মায়ের নামে। বিজেপির জয়নগর তিন নং মন্ডলের জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে গহেরপুরে মায়ের নামে একটি গাছ শিরোনামে বৃক্ষ দান অভিযান কর্মসূচি পালন করা হলো শুক্রবার বিকালে। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার,জয়নগর তিন নং মন্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি জ্যোতিষ সরদার, রুম্পা দাস, প্রিয়াংকা চ্যাটার্জী,দেবরাজ বলিয়ার,জয়ন্ত দাস, শুভংকর চ্যাটার্জী, গোপাল প্রামানিক সহ আরো একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক বৃন্দ। এদিন বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।বৃক্ষ রোপন করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার,তিন নং মন্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিন বৃক্ষ রোপনের পাশাপাশি এলাকার মানুষের হাতে বৃক্ষ বিতরণ করা হয়। প্রকৃতিকে সজীব রাখতে, দূষণ হীন রাখতে এই কর্মসূচি বলে জানা গেল।

উলুবেড়িয়ায় মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা শিক্ষা কর্মী সমিতির

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২০ জুন ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৬, শনিবার বিকেলে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের রনমহল কোরানীয়া হাই মাদ্রাসায় ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল,ও হাই মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জেলার ১৯টা মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের সংবর্ধনা ও আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি জামিনুল ইসলাম, সম্পাদক মাহাতাব উদ্দিন লস্কর, অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক, ডঃ মোঃ কারিম মোল্লা, প্রবীণ শিক্ষক কুতুবুদ্দিন আহমেদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান মল্লিক,শিক্ষিকা অমৃতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

মিজোরাম সরকারের সহযোগিতায় সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনে পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২০ জুনঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা এবং জনঅংশীদারিত্বকে উসাহিত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি মিজোরাম সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু. পরিবর্তন বিভাগ এবং 'ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন রেভোলিউশন মিজোরাম'-এর সহযোগিতায় মাইরাং রেলওয়ে স্টেশনে বৃক্ষরোপণ, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। এই কার্যক্রম সকল অংশীদারদের যৌথ অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে, যার উদ্দেশ্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং যাত্রীবান্ধব রেলওয়ে স্টেশন গড়ে তোলা।এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও আশেপাশে বৃক্ষরোপণ, ফুলের বাগান তৈরি এবং ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মতো কার্যক্রম চালানো হয়, যার ফলে সৌঃদর্য ও পরিবেশগত দিক থেকে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মিজোরাম সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু. পরিবর্তন বিভাগ বৃক্ষরোপণের জন্য ৫০টি 'এপ্রিল' গাছের চারা এবং ৫০টি 'চাউনপুষ্ট' গান্ধের চারা প্রদান করে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেছে। আশা করা যায়, এই বৃক্ষরোপণের ফলে স্টেশনটির চারপাশে সবুজায়ন বৃদ্ধি পাবে, স্থানীয় পরিবেশের উন্নতি ঘটাবে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করবে পাশাপাশি যাত্রী, রেলকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিবেশ গা।ে তুলতে অবদান রাখবে।এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, 'ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন রেভোলিউশন মিজোরাম'-এর চেয়ারপারসন মিসেস

লালমালসাওমি সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনকে ভারতের অন্যতম পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও সু ঃদর রেলওয়ে স্টেশনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সংগঠনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও মিজোরাম সরকার দ্বারা সৌন্দর্যবর্ধনের ক্ষেত্রে দেওয়া সহায়তা ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন, এই পদক্ষেপগুলির ছলে স্টেশনের পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং যাত্রী ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি মনোরম অভিজ্ঞতা গড়ে তুলবে।এই অনুষ্ঠানে মিজোরাম সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু. পরিবর্তন বিভাগের সংরক্ষক শ্রী অগ্নি মিত্র, আ হাইওয়েজ অ্যান্ড এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান পিইউ জে কে ডাংজুয়ালা এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের বনিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত দিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের প্রসারে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই অভিযানে সেক্ষ-যেয় গ্রুপ, সিহমুই, বাণিজ্যিক যানবাহন ইউনিয়ন, মাইরাং, স্থানীয় বাসিঃদা এবং রেলওয়ে আধিকারিক পূর্ণ উদায়ের সাথে অংশগ্রহণ করেন, এটি পরিবেশের যন্ত্র এবং জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি তাদের দৃ। সম্মিলিত দায়িত্ববোধকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সংগঠন এবং জনসাধারণের সাথে যৌথ উদ্দ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশগত শায়িত্বের প্রসার অব্যাহত রেখেখে। এই ধরনের প্রচেষ্টা রেলওয়ের পরিবেশকে আরও পরিচ্ছন্ন, মনুজ ও যাত্রীবান্ধব করে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা গড়ে তুলতে

বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে আইনি লড়াই জারি, সিঙ্গল বেঞ্চে ধাক্কার পর ডিভিশন বেঞ্চে গেলেন শোভনদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেংদ্র করে রাজনৈতিক ও আইনি টানাপোড়েন আরও জটিল আকার ধারণ করল। স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চে স্বস্তি না পেয়ে এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা এখন আদালতের উচ্চতর স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মামলার রায় শুধু বিরোধী দলনেতার পদ নিয়েই নয়, ভবিষ্যতে বিধানসভার বিভিন্ন সাংবিধানিক ও প্রথাগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন জমা পড়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই এই মামলার প্রাথমিক শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পালন করবেন। বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয় স্পিকার রথীঃদ্রনাথ বসুর সিদ্ধান্তকে ঘিরে। তিনি বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনৈতিক রীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটেই হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি ছিল, বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে স্পিকারের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হোক। কারণ তাঁর মতে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করার অধিকার মূলত রাজনৈতিক দলের। কোনও পরিষদীয় গোষ্ঠী বা বিদ্রোহী বিধায়কদের আলাদা উদ্যোগে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তিনি আদালতের কাছে অন্তর্বর্তী নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছিলেন যাতে ঋতব্রত বংেদ্যাপাধ্যায়ের নিয়োগ আপাতত কার্যকর না থাকে। তবে বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের একক বেঞ্চ শোভনদেবের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, এই মুহূর্তে স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ

করার প্রয়োজন নেই। ফলে আপাতত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বহাল থাকবেন। একইসঙ্গে আদালত মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আগামী ২৮ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সিঙ্গল বেঞ্চে স্বস্তি না পাওয়ার পরই দ্রুত ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল শিবির। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিষয়টি এখন শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক পদ নিয়ে মতবিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমীকরণ, সাংবিধানিক রীতি এবং বিধানসভার কার্যপ্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিরোধী দলনেতা পদে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই প্রস্তাব ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ ওঠে, প্রস্তাবের সমর্থনে বিধায়কদের যে স্বাক্ষর জমা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু স্বাক্ষর নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যদিও সেই অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অন্যদিকে বিদ্রোহী শিবিরের তরফে বিধায়ক সঃদীপন সাহা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। স্পিকারের কাছে দাবি করা হয়, তাঁদের প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। এর মধ্যে ৫৬ জন বিধায়ক ব্যক্তিগতভাবে স্পিকারের কাছে গিয়ে নিজেদের সমর্থনের কথা জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই স্পিকার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন বলে বিধানসভা সূত্রে জানানো হয়। স্পিকারের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়েছে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট আইন বা বিধান নেই। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রথা অনুসরণ করা হয়ে আসছে, যেখানে বিরোধী শিবিরের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে একই রাজনৈতিক দলের মধ্যে দুই পৃথক গোষ্ঠী তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সেই কারণেই রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থানের পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখন নজর ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির দিকে। আদালত যদি নতুন কোনও নির্দেশ দেয়, তবে বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে সমগ্র রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে। অন্যদিকে সিঙ্গল বেঞ্চের সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। ফলে রাজনৈতিক মহল, বিধানসভা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের চোখ এখন আগামী সপ্তাহের শুনানির উপরই নিবদ্ধ।

প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কল চলাকালীনই চরম সিদ্ধান্ত! কল্যাণীতে নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে রহস্য, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী, ২০ জুন ঃ প্রেমের সম্পর্কের জটিলতার জেরে চরম সিদ্ধান্ত নিল এক নাবালিকা। প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কল চলাকালীনই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। শুক্রবার গভীর রাতে কল্যাণী পুরসভা এলাকার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের সম্পর্কের মধ্যে অপমান এবং মানসিক নির্যাতনের কারণেই এমন পদক্ষেপ করেছে ওই কিশোরী। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকা কল্যাণী পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের চর এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা বাড়ির সিঁড়িঘরের আড়ার সঙ্গে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাবালিকাকে উদ্ধার করে জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, কল্যাণীর কাঁঠালতলা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে ওই নাবালিকার দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, ঘটনার দিন বিকেলে ওই যুবক ফোনে নাবালিকাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং অপমান করেন। এর আগেও ওই যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে মারধরের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। পরিবারের দাবি, সেই অপমান এবং মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই নাবালিকা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও চাঞ্চল্যকর দাবি, যে জায়গায় নাবালিকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার ঠিক নিচেই পড়ে ছিল মোবাইল ফোন। ফোনে তখনও ভিডিও কল চালু ছিল বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ভিডিও কলের অপর প্রান্তে ওই যুবকই ছিলেন। ঘটনার পর মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ। ভিডিও কলের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় কার সঙ্গে নাবালিকার কথা হচ্ছিল, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ঘটনায় এলাকায় তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। পরিবারের অভিযোগ ও পুলিশের তদন্ত-দুইয়ের দিকেই এখন নজর রয়েছে।

পানীয় জলের লাইন দেওয়ার নামেও 'কাটমানি'র অভিযোগ হাওড়ায়

নিজসস্ব সংবাদদাতা, ।ওড়া, ২০জুন ঃ বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের লাইন দেওয়ার নামেও 'কাটমানি'র অভিযোগ হাওড়ায়, টাকা ফেরতের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ। উপপ্রধানকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো ডিম। পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার নাম করে 'কাটমানি'র অভিযোগ এবার হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লকের সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই নিয়ে শুক্রবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। উপপ্রধানকে উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যাওয়ার পথে ছোঁড়া হয় ডিম। উঠলো 'চোর-চোর' স্লোগানও। বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়ার নামে ৬ হাজার টাকা করে তোলাবাজির অভিযোগে হাওড়ার সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ঘেরাও করে এদিন বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পানীয় জলের নতুন সংযোগ দেওয়ার নামে বেআইনিভাবে বাড়ি প্রতি ৬ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়েছিল.

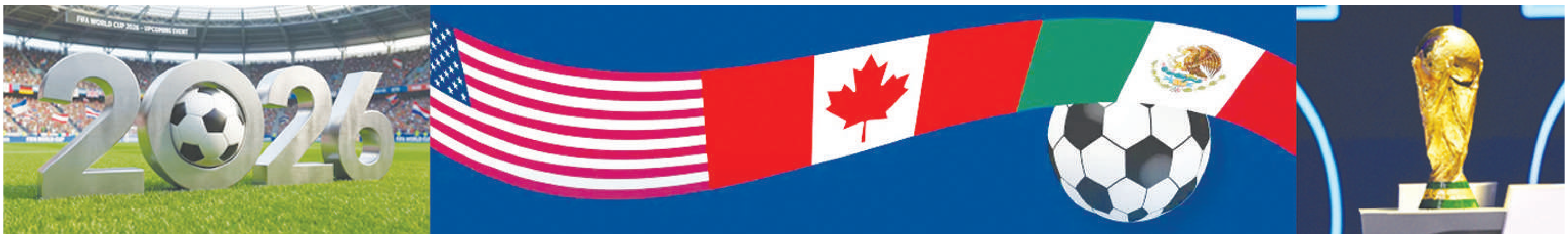

চোট সারিয়ে ৯ মাস পর ট্র্যাকে

সংবাদ সংস্থা, দোহা, ২০ জুনঃ ৯ মাস পরে জ্যাভলিন ট্র্যাকে ফিরলেন নীরজ চোপড়া। ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা অর্জন করলেন ভারতের 'সোনার ছেলে'। তবে দোহা ডায়মন্ড লিগে সেই পুরনো নীরজকে সেভাবে খুঁজে পাওয়া গেল না। সর্বোচ্চ ছুড়লেন ৮৫.৬৯ মিটার। শেষ করলেন চতুর্থ স্থানে। নীরজের কামব্যাক যদি স্বস্তির হয়, তাহলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে অল্পবিস্তর দুশ্চিন্তা থাকছেই। পিঠের সমস্যায় দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। চোট আতঙ্ক সত্ত্বেও কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রাথমিক দলে তাঁকে রাখা হয়েছিল। ২৩ জুলাই থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ গেমস শুরু হবে। অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী তারকার থেকে এবারও অনেক আশা দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের। সেখানে

যোগ্যতা অর্জন করতে হলে দোহায় ন্যূনতম ৮২.৬১ মিটার ছুড়তেই হত নীরজকে। প্রথম চেষ্টায় ফাউল থ্রো করেন নীরজ। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় চেষ্টায় ৮২.৭৭ মিটার ছুড়তেই কমনওয়েলথের টিকিট পেয়ে যান। তৃতীয় চেষ্টায় ৮৫.৬৯ মিটার ছোড়েন। চতুর্থবারে ৮৩.৪৫ মিটার ছোড়েন। চতুর্থ স্থানে শেষ করেন তিনি। ৮৮.৬৮ মিটার ছুড়ে প্রথম হন শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে। কয়েক সপ্তাহ আগে ৯২.৬২ মিটার থ্রো করে এশিয়ার ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার হন শ্রীলঙ্কান অ্যাথলিট। দ্বিতীয় স্থানে অ্যান্ডারসন পিটার্স। ৮৬.৩৮ মিটার ছুড়েছেন তিনি। ৮৫.৯৯ মিটার ছুড়ে তৃতীয় স্থানে আমেরিকার কার্টিস থম্পসন। নীরজের জন্য পারফরম্যান্স নিশ্চয়ই হতাশাজনক। তবে ৯ মাস পরে ট্র্যাকে নেমে সেরা হওয়াটা কঠিন। সামনে কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমস। তার আগে ছন্দ ফিরে পাওয়াই নীরজের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিযোগিতার আগে নিজেই বলেছিলেন, ''নিজের সেরাটা দেওয়া চেষ্টা করব। আমি ফিট। বাকিটা দেখা যাক।''

হাইতিকে 'জামাই আদর' ব্রাজিলের! জোড়া গোলে নায়ক কুনহা

সংবাদ সংস্থা, ফিলাডেলফিয়া, ২০ জুনঃ বিশ্বকাপের 'সি' গ্রুপের ম্যাচে হাইতিকে ৩-০ গোলে হারাল ব্রাজিল। একাদশে ফেরার ম্যাচে জোড়া গোল করেন মাতেউস কুইয়া, বাকি গোলটি আসে ভিনিসিউস জুনিয়রের পা থেকে। জাতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় বরাবরই সমালোচিত রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা বিশ্ব আসরে এবার গোল পেলেন টানা দুই ম্যাচে। মরক্কোর বিপক্ষে ড্রয়ের শুরুর পর এই জয়ে গ্রুপের শীর্ষে এখন কার্লো আনচেলত্তির দল। এবারের আসরে সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল হাইতির। ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা দেশটি প্রথম ম্যাচে হেরেছিল স্কটল্যান্ডের কাছে। গোটা ম্যাচে ব্রাজিলকে খুব বেশি চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়নি। শেষ দিকে কিছু আক্রমণ ছাড়া গোটা ম্যাচে গোলকিপার আলিসন বেকারের পরীক্ষা তেমন একটা নিতে পারেনি হাইতি। ফিলাডেলফিয়ার লিঙ্কন ফিল্ড স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে ব্রাজিল। দানিলোর পা মাড়িয়ে চতুর্থ মিনিটেই হলুদ কার্ড দেখে ব্রাজিলের আর্কাস। পরের মিনিটে হাইতির গোলকিপার গোল কিক নিতে একটু দেরি করায় ফিফার নতুন নিয়ম অনুযায়ী কর্নার পায় ব্রাজিল। যদিও তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। অষ্টম মিনিটে বাঁ প্রান্তে সাময়িকভাবে ভারসাম্য হারানোর পর ভিনিসিউস সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ান এবং তাকে মার্কিং করা ফুটবলারকে পুরোপুরি হতচকিত করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন। কিন্তু এরপরই হারিয়ে ফেলেন বলের নিয়ন্ত্রণ। ত্রয়োদশ মিনিটে রাফিনিয়া জালে বল পাঠালেও গোল হয়নি অফসাইডের কারণে। ব্রাজিলের আক্রমণের স্রোত বইতে থাকে। অষ্টাদশ মিনিটে ডান দিক থেকে রাফিনিয়া বক্সে একটি জোরাল শট নেন। হাইগির গোলকিপার বলটি ঘুষি মেরে নিরাপদ করতে পারেননি। বল চলে যায় বক্সের বাঁ দিকে ভিনিসিউসের কাছে। এই ফরোয়ার্ড ডান দিকে ওপরে শট নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার শট প্রতিহত হয়ে কর্নার হয়। কাজে লাগানো যায়নি নেই কর্নারও। ২২তম মিনিটে

রাফিনিয়ার চিপ দূরের পোস্ট দিয়ে বাইরে চলে যায়। যদিও তিনি অফসাইড ছিলেন। সুযোগ হাতছাড়ার ভিড়েও বোঝা যাচ্ছিল, যে কোনো সময় গোল আসবে। সেই গোল ধরা দেয় ২৩তম মিনিটে। যদিও তা খুব দর্শনীয় কিংবা গোছানো ছিল না। যথারীতি ব্রাজিলের আরেকটি আক্রমণ থেকে হাইতির বক্সে জটলা তৈরি হয়, তাদের ডিফেন্ডাররা পরস্পরের ওপর পড়ে যান। কুইয়া কোনোরকমে বল ঠেলে দেন। হাইতির একজনের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে বলটি তার শরীরে রিবাউন্ড হয়ে জালে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যের স্পর্শই বলা যায়! পরের গোলটি ছিল দেখার মতোই। মাঝমাঠের একটু ওপর থেকে বল নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে প্রতিপক্ষের তিনজনের মধ্য দিয়ে দারুণ পাস দেন ভিনিসিউস। বল ধরে বক্সে ঢুকে প্রায় 'রং ফুটেড' হয়ে যাচ্ছিল কুইয়ার। কিন্তু সামলে নিয়ে বাঁ পায়ের জোরাল শটে বল জালে পাঠিয়ে দেন। গোলকিপারের কোনো সুযোগই ছিল না। গোলের পর সতীর্থদের নিয়ে নতুন ধরনের এক নাচ দিয়ে উদযাপন করেন ম্যানচেস্টার ইউনাটেডের ফরোয়ার্ড। ৩৯তম মিনিটে চোট পেয়ে উঠে যান রাফিনিয়া। ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন, হয়তো সতর্কতার জন্যই বার্সেলোনার ফরোয়ার্ডকে তুলে নিচ্ছেন কোচ। তবে কারও সঙ্গে লেগে বা দৃশ্যমান কোনো ঘটনায় এই চোট হয়নি। যেটির মানে, হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগতে পারে তার। অনেক সময় এটি গুরুতর হয়ে থাকে। তার বদলে নামেন তরুণ প্রতিভা হায়ান। ৪৫ মিনিট শেষে যোগ করা হয় ছয় মিনিট। এর তৃতীয় মিনিটে গোল পান ভিনিসিউস। নিজেদের অর্ধ থেকে হাইতির হাই-লাইন ডিফেন্সের ওপর দিয়ে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ও নিখুঁত চিপ করেন লুকাস পাকেতা। বল ধরে ভিনিসিউস দ্রুত ঢুকে যান বক্সে। আগুয়ান গোলকিপারের পায়ের নিচ দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল পাঠিয়ে দেন গন্তব্যে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হাইতি চেষ্টা করে কিছু আক্রমণের। তবে ব্রাজিলের রক্ষণকে বিপাকে ফেলতে পারেনি খুব একটা। উল্টো ৫৫তম মিনিটে বিপজ্জনকভাবে বক্সে ঢুকে যান ভিনিসিউস। তবে এবার তাকে শট নেওয়ার জায়গা দেননি হাইতির ডিফেন্ডাররা। পরের মিনিটে হাইতির একটি আক্রমণে বক্সের জটলা থেকে হেড করেন দমিনিক সিমোঁ। তবে বদলি নামা মিডফিল্ডারের হেডে ছিল না জোর। আলিসন বেকার বল ধরে নেন সহজেই। এরপরই পাল্টা আক্রমণে দারুণ সুযোগ তৈরি করেন ভিনিসিউস। বাঁ প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে একদম গোলমুখে বল বাড়ান তিনি। প্রয়োজন ছিল স্রেফ টোকা দিয়ে বল জালে ঢুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু সময়মতো ঠিক জায়গায় যেতে পারেননি হায়ান। হাইতি সেরা সুযোগটি পায় ৬৪তম মিনিটে। কর্নার থেকে অনেকটা লাফিয়ে হেড করেন রিকার্ডো আদে। দারুণ রিফ্লেক্সে তা ফিরিয়ে দেন বেকার। তবে দলকে পুরো বিপদমুক্ত করতে পারেননি ব্রাজিলের গোলকিপার, বল ভেসে ওঠে ওপরে। ছুটে এসে ওভারহেড কিকে দলকে রক্ষা করেন দানিলো। ৬৫তম মিনিটে কুইয়া ও পাকেতাকে উঠিয়ে এন্দ্রিক ও গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিকে নামান কোচ। তিন মিনিট পরই দৃশ্যপটে দেখা যায় মার্তিনেল্লিকে। ভিনিসিউসের নান্দনিক ব্যাক হিল থেকে তার জোরাল শট ক্রসবারে লেগে ফেরত আসে। তবে এমনিতেও তা গোল হতো না। অফসাইডের পতাকা তোলেন সহকারী রেফারি। ৭৫তম মিনিটে হায়ানের চমৎকার পাস থেকে দগলাসের জোরাল শট ক্রসবারের একটু ওপর দিয়ে চলে যায়। দুই মিনিট পর হায়ানের আরেকটি ভালো পাস থেকে হাইতির গোলকিপারের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে উদযাপন শুরু করেন এন্দ্রিক। কিন্তু বিশ্বকাপ অভিষেকে তাকে হতাশ হয়ে থামতে হয় অফসাইডের বাঁশি শুনে। ৮১তম মিনিটে তুলে নেওয়া হয় ভিনিসিউসকেও। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ে দারুণ কয়েকটি আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে খেলা বেশ জমে ওঠে। দুই দফায় গোলের কাছাকাছি যায় ব্রাজিল। হাইতিও একটু সম্ভাবনা জায়গায়। কিন্তু গোল আর হয়নি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভারতীয় সময় আগামী বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড, একই সময়ে মরক্কোর বিপক্ষে লড়বে হাইতি।

৭১ সেকেন্ডের গোলে স্কটিশদের হারিয়ে দিল মরক্কো

সংবাদ সংস্থা, ফক্সবরো, ২০ জুনঃ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় শনিবার ভোরে ১-০ গোলে জিতে আপাতত 'সি' গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে মরক্কো। ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ইসমায়েল সাইবারি। প্রায় ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১২ শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে মরক্কো। স্কটল্যান্ডের ছয় শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। ব্রাজিলের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ে আসর শুরুর পর, এই জয়ে মরক্কোর পয়েন্ট হলো ৪। আর প্রথম ম্যাচে হাইতিকে হারানো স্কটল্যান্ড সমান দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। ব্রাজিলের বিপক্ষে যে দুইজনের দারুণ বোঝাপড়ায় প্রথমে গোল পেয়েছিল মরক্কো, এখানেও সেই দিয়াস-সাইবারির জুটির নৈপুণ্যে ৭১ সেকেন্ডেই এগিয়ে যায় দলটি। মাঝমাঠ থেকে আচমকা হাওয়ায় ভাসিয়ে দারুণ এক থ্রু বল বাড়ান ব্রাহিম দিয়াস, এবং চোখের পলকে রক্ষণে ভেঙে বল নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন সাইবারি। দুই পাশে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে, নিজেই জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন পিএসভি আইন্দহোভেনের এই ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের শেষ পাঁচ মিনিটের মতো দ্বিতীয় অর্ধেও শেষ দিকে আক্রমণে একটু জোর দেয় স্কটল্যান্ড। তাতে প্রতিপক্ষের রক্ষণে কিছুটা চাপ দিতে পারলেও, মরক্কান গোলরক্ষকের পরীক্ষা নেওয়ার মতো কিছুই করতে পারেনি তারা।

৯৬ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে নকআউটে আমেরিকা

সংবাদ সংস্থা, সিয়াটল, ২০ জুনঃ সিয়াটলে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের জয় ২-০ গোলে। প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান অ্যালেক্স ফ্রিম্যান। দুই ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র। সমান ম্যাচে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া অস্ট্রেলিয়া ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। প্রথম রাউন্ডে হারা তুরস্ক ও প্যারাগুয়ে দিনের পরের দিকে মুখোমুখি হবে। ১৯৩০ সালে উদ্বোধনী আসরের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে টানা দুই ম্যাচ জিততে পারল যুক্তরাষ্ট্র। প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে চলতি আসর শুরু করে তারা। চোটের কারণে তারকা উইঙ্গার ক্রিস্টিয়ান পুলিসিককে এই ম্যাচে তারা পায়নি। সেই অভাব ঝুঝতে দেননি অন্যরা। ৬২ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। ভাগ্যের ছোঁয়ায় একাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে দলটির ফরোয়ার্ড ফোলারান বালোগানের পাস ছয় গজ বক্সে ক্লিয়ারের চেষ্টায় নিজেদের জালে পাঠান অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্ডার ক্যামেরন বার্জেস। বল দখলে রেখে আক্রমণ করে যায় যুক্তরাষ্ট্র, যদিও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না খুব একটা। ৪৩তম মিনিটে ঘটনাবহুল এক গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে যুক্তরাষ্ট্র। সতীর্থের ফ্রি-কিক বক্সের বাইরে পেয়ে শট নেন সের্জিনো দেস্ত। অস্ট্রেলিয়ার এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে বল উঠে যায় ওপরে। ছুটে গিয়ে হেডে কাছ থেকে জালে পাঠান অ্যালেক্স ফ্রিম্যান। শুরুতে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। দ্রুতই থেমে যায় যুক্তরাষ্ট্রের উদযাপন। লম্বা সময় নিয়ে ভিএআরের সাহায্যে যখন গোলের সিদ্ধান্ত জানান রেফারি, বাঁধভাঙা উদযাপনে মেতে ওঠে আয়োজকরা। দ্বিতীয়ার্ধের গোলের সুযোগ তৈরি হলেও গোল করতে পারেনি কোনও দলই।

১০ জনের দল নিয়েও তুরস্ককে হারিয়ে দিল প্যারাগুয়ে

ম্যাচ শুরু হতে না হতেই জালে বল পাঠালেন মাতিয়াস গালারসা। রোমাঞ্চে ঠাসা ম্যাচে সেটাই হয়ে থাকল একমাত্র গোল! দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় একজন বেশি থাকার সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না তুরস্ক। অসংখ্য সুযোগ হাতছাড়া করে হারল টানা দ্বিতীয় ম্যাচে।

সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ২০ জুনঃ সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় সময় শনিবার সকালে জমজমাট লড়াইয়ে তুরস্ককে ১-০ গোলে হারিয়েছে প্যারাগুয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩০ শট নিয়েও জালের দেখা পায়নি তুরস্ক। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ৩২ শট নিয়েও গোল ব্যর্থ হলো দলটি। এই পরাজয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তুরস্কের। আগামী শুক্রবার তারা নিজেদের শেষ ম্যাচে খেলবে শীর্ষ স্থান নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। একই সময়ে দ্বিতীয় স্থানের জন্য লড়াইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ে। টানা দুই জয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পয়েন্ট ৬। অস্ট্রেলিয়া ও প্যারাগুয়ের পয়েন্ট তিন করে। কোনো পয়েন্ট পায়নি তুরস্ক। তুরস্কের বিপক্ষে এদিন প্রথম ভালো সুযোগেই এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন গালারসা। ঘড়ির কাঁটায় সময় তখন কেবল ৬৫ সেকেন্ড। বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকার দেশটির এটি দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। ১৯৯৮ সালে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ৫২ সেকেন্ডে গোল করে রেকর্ড এখনও সেলসো আয়ালার। শুরুর গোলের পর দারুণ জমে ওঠে লড়াই। গোলের জন্য মরিয়া তুরস্ককে সে সময় সুযোগ তৈরি করতে দিচ্ছিল না প্যারাগুয়ে। ৩৫তম মিনিটে আসে সুযোগ। হাকান চালহানোলুর ফ্রি কিকে মেয়ার্ত মুলদুরের হেড ক্রসবারে লেগে পোস্ট ছুঁয়ে মাঠে ফেরে! ৩৭তম মিনিটে প্যারাগুয়ের হুয়ান হোসে কাসেরাসের গতিময় শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি

তুরস্ক গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন প্যারাগুয়ের মিগেল আলমিরন। হাতে দিয়ে মুখ ঢেকে মুলদুরকে কিছু একটা বলেন তিনি। মনিটরে ঘটনা দেখে আলিমরনকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। ফিফার নতুন নিয়মে বিশ্বকাপে শাস্তি পাওয়া প্রথম খেলোয়াড় আটলান্টা ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার। এক জন বেশি থাকার সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে প্যারাগুয়েকে বেশ চেপে ধরে তুরস্ক। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে ইউরোপের দেশটি। সুযোগও আসতে থাকে। ৫৮তম মিনিটে একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি চালহানোলু। পরের মিনিটে মেরিথ দেমিরালের শট হেড করে গোলরক্ষককে দিতে গিয়ে প্রায় নিজেদের জালেই পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন প্যারাগুয়ের একজন। বেরিয়ে এসে বল ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান গোলরক্ষক, ওই সুযোগে শট নেন ওরালান্দো গিল। কিন্তু জটলার মধ্যে জালের দেখা পাননি তিনি। ৬১তম মিনিটে হুলিও এন্সিসকোর দারুণ গতিতে কাট করে ভেতরে ঢুকে যান। পায়ের কারিকুরিতে চমৎকার সুযোগ তৈরি করলেও শট লক্ষ্যেই রাখতে পারেননি প্যারাগুয়ের এই ফরোয়ার্ড। পরের মিনিটে গিলের চমৎকার ক্রসে সুযোগ পান দেনিস গুল। কিন্তু বদলি নামা তুরস্কের তরুণ ফরোয়ার্ডের হেডে ছিল না জোর। শেষের দিকে যেন প্রতি মিনিটেই সুযোগ তৈরি করছিল তুরস্ক। কখনও শট লক্ষ্য রাখতে পারছিলেন না ফরোয়ার্ডরা, কখনও একটুর জন্য পা ছোঁয়াতে পারছিলেন না, কখন শট নিচ্ছিলেন গোলরক্ষক বরাবর। দেমিরাল, আর্দা গিলের, গুল ও গিলের হাতছাড়া করেন একের পর এক সুযোগ! ৮৯তম মিনিটে সমতা ফেরানোর খুব ভালো সুযোগ হাতছাড়া করেন চান উজুন। বিপজ্জনক জায়গা থেকেও তিনি শট নেন অনেকটা গোলরক্ষক বরাবর। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে আরও একটা সুযোগ আসে দেমিরালের সামনে। দুই ডিফেন্ডারের কড়া পাহারার মাঝে থেকেও তাদের উপরে লাফিয়ে হেড করেন তিনি। কিন্তু এটাও লক্ষ্যে থাকেনি, দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বল! চোখে জল ও একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে তুরস্ক। প্রথম ম্যাচে বাজে হারের পর পাওয়া দারুণ জয়ে উচ্ছ্বাসে তখন ভাসছিল প্যারাগুয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com